১৮৬—৯২

আল মিসবাহুল জাদীদ

এর

— বঙ্গানুবাদ —

অনুবাদক :— মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

গ্রাম — খাঁপুর (বেরেলী মহল্লা)

পোঃ কালিকাপোতা, দক্ষিন ২৪ পরগনা

৭৪৩৩৫৫

Pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশক :—সিতাবুদ্দিন রেজবী

গোড়াবাশা, [] মুর্শিদাবাদ

মূল্য— ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

ফ্রেণ্ডস প্রেস, ইসলামপুর

—ঃ প্রথম কথা ঃ—

যেহেতু ইসলামী আক্বীদাহ (ধারনা) বিশুদ্ধ না হইলে ঈবাদাত কোন কাজে আসিবেনা। ইহার সব চাইতে বড় দৃষ্টান্ত হইল শয়তান। যাহার আক্বীদাহ ভ্রান্ত হইবার কারণে হাজার হাজার বৎসরের আমল ধ্বংস হইয়াছে। সাধারণ মানুষ এই দৃষ্টান্তটি ভূলিয়া আক্বীদাহ অপেক্ষা আমলের উপর গুরুত্ব দিয়া থাকেন। যাহার কারণে ইহারা গোমরাহ ও বাতিল ফিরকাগুলির বাহ্যিক ভাল আমলের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তাই সাধারণ মানুষের অবগতির জন্য বিশেষ প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া শাহ আবদুল আজীজ আলাইহির রহমাতের লিখিত 'আল মিসবাহুল জাদীদ' এর অনুবাদ করিয়া দিলাম আমার পূর্ণ ধারনা যে, অত্র পুস্তিকা পাঠে সাধারণ মানুষ উলামায়ে দেওবন্দের ভ্রান্ত আক্বীদাহ সম্পর্কে সম অবগত হইয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। পরিশেষে পরম প্রতিপালকের নিকট প্রিয় ছাত্র মাওলানা সিতাবুদ্দিন রেজবীর সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। যাহার নিঃসার্থ সহানুভূতিতে পুস্তিকা প্রকাশের পথে চলিয়াছে।

মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী
শিক্ষক ছয়ঘরী আলীয়া মাদ্রাসা
পোঃ— ছয়ঘরী, মুর্শিদাবাদ
৭৪২১০১

তাং—১ / ১ / ৯২

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধারাবাহিক উদ্ধৃতিসহ প্রশ্নাবলীর উত্তর

প্রশ্ন নং (১) উলামায়ে দেওবন্দের নিকট খোদা ব্যতিত আরো কেহ কি 'মুরাব্বিয়ে খলায়েক, (সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক) আছে ? যদি উহাদের ধারনায় খোদা ব্যতিত দ্বিতীয় কোন 'মুরাব্বিয়ে খলায়েক' থাকে, তাহা হইলে সে কে ?

উত্তর নং (১) হাঁ, উলামায়ে দেওবন্দের নিকট মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব গাঙ্গুহী সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক। যথা দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব বলিতেছেন

উদ্ধৃতি নং (১) মারসীয়ায়ে রশীদ আহমাদ, লেখক মৌলবী মাহমুদ হাসান, পৃঃ ১২ তে আছে। "খোদা উন্‌কা মুরাব্বী ওহ্‌ মুরাব্বী থে খলায়েক্‌ কে মেরে মাওলা মেরে হাদী থে বেশক শাইখে রব্বানী"

উপদেশ এই কবিতায় মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব কে 'মুরাব্বীয়ে খলায়েক' (সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক) লিখিয়াছেন। যাহা 'রব্বুল আলামীন' এর সম অর্থ (বহন করিয়া থাকে)। সম্ভবতঃ কবিতার ছন্দ মিলাইবার প্রয়োজনহেতু 'রব্বুল আলামীন' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। ইহা হইল দেওবন্দের পথ প্রদর্শকের ধারণা। কত প্রকাশ্য ভাষায় নিজের পীর কে সমস্ত সৃষ্টির প্রতিপালক বলিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহার নাম পীর পুজা।

প্রশ্ন নং (২) সেই মাসীহা * কে ? যিনি মৃতকে জীবিত করিয়াছে এবং জীবিতদিগের মরণ থেকে বাঁচাইয়া লইয়াছে। উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে কি কেহ এই প্রকার মাসীহা হইয়াছে ?

* হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের উপাধি ছিল 'মাসীহা'। মৃত কে জীবিত করাইছিল তাঁহার মুজিজা। (অনুবাদক লোগাতে কেশওয়ারী পৃঃ ৭০৩, ফীরোজুল লোগাত্ত পৃঃ ৯০৬)

উত্তর নং (২) হাঁ, সেই 'মাসীহা' দেওবন্দীদের নিকটে মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব গাঙ্গুহী হইতেছেন। সুতরাং, মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব দেওবন্দী উহার সম্পর্কে বলিতেছেন এবং হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে ডাকিয়া নিজের পীরের 'মাসীহায়ী' (মুজিজা বা কারামাত) দেখাইতেছেন।

উদ্ধৃতি নং (২) 'মারসীয়ায়ে রশীদ আহমাদ' লেখক মাহমুদ হাসান, ৩৪ পৃঃ। "মুরদো কো জিন্দা কিয়া জিন্দো কো মরনে না দিয়া- ইস্ মাসীহায়ী কো দেখে জারী ইবনো মারইয়াম"

উপদেশ – প্রকৃত পক্ষে দেওবন্দীদের নিকটে মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেবের আলৌকিক শক্তি হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম অপেক্ষা বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ, যে কাজ ঈসা আলাইহিস্ সালাম করিতে পারেন নাই, মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব তাহা করিয়া দেখায়াছেন। মৃতকে জীবিত করিবার দিক দেখাতো সমানই ছিলেন। কিন্তু জীবিত দিগের মৃত্যু হইতে বাঁচাইয়াছেন। ইহাতে অবশ্যই ঈসা আলাইহিস্ সালামের থেকে বাড়িয়া গিয়াছেন। তবেইতো ঈসা আলাইহিস্ সালামকে উহার মাসীহায়ী' (অলৌকিক শক্তিকে) দেখানো হইতেছে। যদি হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম অপেক্ষা মৌলবী রশীদ আহমাদের 'মাসীহায়ী' কে বড় না জানিতেন তাহা হইলে ইহা " ইস্ মাসীহায়ী কো দেখে জারী ইবনো মারইয়াম" মারইয়াম পুত্র ঈসা এই মাসীহায়ীকে সামান্য দেখুন! বলিতেন না। মুসলমানগণ! ইনসাফ করুন। ইহাতে কি হজরত ঈসা আলইহিস্ সালামের অসম্মান নাই। আছে, অবশ্যই আছে।[১]

---

[১] যে ব্যক্তি কোন নবীকে কোন প্রকার সামান্য অসম্মান করিবে সে সর্ব সম্মতিক্রমে কাফের। (আশশিফা খঃ ২ পৃঃ ১৮৪) অনুবাদক

প্রশ্ন নং (৩) কোন মানুষের কি কালো কালো বান্দাও কি দ্বিতীয় ইউসুফ? উলামায়ে দেওবন্দের নির্ভরযোগ্য উক্তি

হইতে উত্তর দিন।

উত্তর নং (৩) মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেবের কালো কালো বান্দা দ্বিতীয় ইউসুফ। সুতরাং, উহার খলীফা মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব দেওবন্দী বলিতেছেন। উদ্ধৃতি নং (৩) মারসীয়ায়ে রশীদ আহমাদ, ১১ পৃঃ। "কবুলীয়াত ইসে কাহতে হ্যাঁয় মাকবুল এ্যায়সে হোতে হ্যাঁয় আবীদে সুদকা উনকে লক্ব হ্যায় ইউসুফে সানী"

উপদেশ – কেমন সুন্দর বলিয়াছেন! আল্লাহ তাআলার উচ্চ পর্য্যায়ের সুন্দর ও সুশ্রী বান্দা ইউসুফ আলাইহিস্ সালাম। কিন্তু মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেবের কালো কালো বান্দাদের[১] দ্বিতীয় ইউসুফ করিয়া দিয়াছেন। (তাহাহইলে) সুন্দর সুন্দর বান্ধাদের অবস্থা কি! প্রকৃত পক্ষে ইহারই নাম কবুলীয়াত। মুসলমানগণ! চিন্তা করিলে জানা যাইবে যে, এই একটি কবিতার মধ্যেই আল্লাহ এবং তাঁহার রাসুল উভয়ের উপর হাত মারিয়াছেন।

প্রঃ নং (৪) উলামায়ে দেওবন্দের নিকট বানিয়ে ইসলামের দিতীয় কে?

উত্তর নং (৪) উলামায়ে দেওবন্দ মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব কে বানিয়ে ইসলামের (খোদার) দ্বিতীয় জানিয়া থাকে। যথা, মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব লিখিয়াছেন।

উদ্ধৃতি নং (৪) 'মারসীয়ায়ে রশীদ আহমাদ' পৃঃ ৬। "জবান পার আহলে আহওয়াহ কি হ্যায় কিঁউ উলু ও হুবল শাইদ উঠা আলাম সে কোই বানিয়ে ইসলাম কা সানী"।

প্রশ্ন নং (৫) ওলী মানুষ কি কাবা-শরীফে উপস্থিত হইয়া

---

[১] দেওবন্দী আলেমদের নিকট নবীর বান্দা বলা শির্ক। বর্তমান কবিতায় গাংগুহী সাহেবের মুরীদগণকে তাঁহার বান্দা বলিয়া সম্বধন করা হইয়াছে। এইবার দেওবন্দীদের ধারনা অনুযায়ী তাহারা নিজেরাই মোশরেক হইল কিনা পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করিবেন। (অনুবাদক)

---

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন দ্বিতীয় স্থান অনুসন্ধান করিয়া থাকে? সেটি কোন স্থান? উলামায়ে দেওবন্দ কি এই প্রকার কোন স্থান বলিয়াছেন?

উত্তর নং (৫) হ্যাঁ, ওলী মানুষ কাবা শরীফে গিয়া গাংগুহ অনুসন্ধান করিয়া থাকে। যেমন মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব দেওবন্দী বলিতেছেন।

উদ্ধৃতি নং (৫) মারসীয়ায় রশীদ আহমাদ ১৩ পৃঃ। "ফেরে থে কাবা মে ভী পুছতে গাংগুকা রাস্তা জো রাখতে আপনে সিনোঁমে থে জওক শওকে ইরফানী"।

উপদেশ কাবা মুয়াজ্জামা যাহা বাইতুল্লাহ খোদার ঘর। ইহাতে উপস্থিত হইয়াও গাংগুহের ধ্যান। ইহাকে দেওবন্দী ইরফান ও গাংগুহী মারেফাতের নেশা ও উন্মদনা বলা যাইবে না তো আর কি!

প্রশ্ন নং (৬) ইহজগত ও পরজগতের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ কাহার নিকট চাওয়া হইবে। আত্মা ও দেহের সমস্ত প্রয়োজনের কিবলা কে? দেওবন্দী মাজহাব অনুযায়ী উত্তর দিবেন।

উঃ নং (৬) দেওবন্দী মৌলবীর নিকট মৌলবী রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাহেব আত্মা ও দেহের সমস্ত প্রয়োজনের কিবলা। সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস উহার নিকটে চাওয়া উচিত। তিনি ব্যতিত প্রয়োজন পূর্ণ কারী কেহ নাই। যেমন মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব দেওবন্দী বলিতেছেন। দেখুন উদ্ধৃতি।

উদ্ধৃতি নং (৬) মারসীয়ায় রশীদ আহমাদ ১০ পৃঃ। "হাওয়ায়েজে দ্বীন ও দুনইয়া কে কাঁহা লে জায়ে হাম ইয়ারব— গিয়া ওহ কিবালায়ে হাজতে রূহানীও জিসমানী"। হে খোদা আমরা দ্বীন ও দুনইয়ার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় লইয়া যাইব? আত্মা ও দেহের সমস্ত প্রয়োজনের কিবলা চলিয়া গিয়াছেন।

ফলাফল— মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব আল্লাহ ব্যতিত কাহারো নিকট সাহায্য চাওয়া শির্ক বলিয়াছেন। ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ৩য় খঃ ৬ পৃঃ আছে। খোদা ছাড়া কাহারো নিকট সাহায্য চাওয়া, চাই ওলী হউক অথবা নবী শির্ক। এবং মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব ইহোকাল ও পরোকালের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ উহার নিকট চাহিতেছেন। উহাকে সমস্ত প্রয়োজনের কিবলা বলিতেছেন। অতএব ফাতাওয়ায় রশীদিয়ার হুকুম অনুযায়ী মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব মুশরিক হইলেন এবং যদি মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব কে মুওহ্হিদ (একত্ববাদী) বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব কে অবশ্যই খোদা বলিতে হইবে। বলুন কি বলিতেছেন!

প্রশ্ন নং (৭) সাধারণভাবে সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক কে? এবং সমস্ত বিশ্ব কাহার অনুস্বরণ করিয়া থাকে? উলামায়ে দেও-বন্দের মাজহাব অনুযায়ী উত্তর দিবেন।

উত্তর নং ৭ দেওবন্দীদের নিকট মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব গাংগুহী সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক এবং সমস্ত বিশ্ব তাঁহাকে অনুস্বরণ করিয়া থাকে। উদ্ধৃতি দেখুন।

উদ্ধৃতি নং (৭) 'মারসীয়ায়ে রশীদ আহমাদ' লেখক মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব ১ পৃষ্ঠায় আছে। "মাখদুমুল কুল মুত্তাবিউল আলাম" জনাব মাওলানা রশীদ আহমাদ সাহেব গাংগুহী।

প্রশ্ন নং (৮) সেই হাকিম কে? উলামায়ে দেওবন্দের নিকটে যাহার কোনো হুকুম খণ্ডন হইতে পারেনা এবং তাহার সমস্ত হুকুম অখণ্ডনীয় ফায়সালা।

উত্তর নং (৮) এই প্রকার হাকিম তো কেবল মৌলবী রশীদ আহমাদ গাংগুহী। উহার হুকুম কখনও খণ্ডন হয় নাই। ইহার কারণ যে, উহার প্রত্যেকটি হুকুম অখণ্ডনীয় ফয়সালার তলোয়ার।

উদ্ধৃতি নং (৮) মারসীয়ায়ে রশীদ আহমাদ ৩১ পৃঃ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

"নাহ, রোকা পার নাহ, রোকা পার নাহ, রোকা পার নাহ, রোকা-উসকা জো হুকুম থা থা সারফে কাজায়ে মবরাম"।

ফলাফল—প্রকৃত পক্ষে কোন আদেশ খণ্ডন হয় নাই। এবং খণ্ডন কেমন করিয়া হইবে? বিশ্বের প্রতিপালক ছিলেন। ঠাট্টা ছিলনা। এবং মরীদগণ কোন হুকুম খণ্ডন হইতে দেয় নাই। ইহা অপেক্ষা আরো নির্ভয়শীলতা কি হইবে যে, যখন মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব কাক খাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। তখন উলামায়ে দেয়বন্দ এই ধারনা করিয়া যে, বিশ্ব প্রভুর আদেশ হইয়াছে চক্ষু বন্ধ করিয়া মানিয়া নিয়াছিলেন এবং কাক খাইতে আরাম্ভ করিয়াছিলেন'।

প্রশ্ন নং (৯) তিনি কে? যাহার দাসত্বের দাগ দেওবন্দী মাজহাবে মসলমান হইবার নিদর্শণ।

উত্তর নং (৯) তিনি মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব গাংগুহী। উহার দাসত্ব মুসলমান হইবায় নিদর্শণ। সুতরাং মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব বলিতেছেন।

উদ্ধৃতি নং (৯) মারসীয়ায় রশীদ আহমাদ ৬ পৃষ্ঠা। 'জামানাহ নে দিয়া ইসলাম কো দাগ উসকি ফুরকাতকা – কেহ থা দাগ গোলামী জিসকা তামাগগায়ে মুসলমানী"। তাহার বিরহে জামানা ইসলাম কে দুঃখ দিয়াছে যে, যাহার দাসত্বছিল মুসলমানীর নিদর্শণ।

উপদেশ—মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেবের দাসত্বের চিহ্ন যখন ইসলামের নিদর্শণ। তাহাহইলে যে, তাঁহার দাস হইয়াছে, তাহার এই নিদর্শন মিলিয়াছে। এবং যে, তাঁহার দাসত্ব করে নাই সে এই নিদর্শণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অতএব, দেওবন্দী হয় সমস্ত সাহাবা তাবেঈন, আম্মেম্মায়ে মুজতাহিদীন ও আউলিয়ায়ে কামেলীন দিগকে রশীদ আহমাদ সাহেবের দাস বলিয়া স্বীকার

করিয়া থাকে। অথবা আল্লার ঐ সমস্ত মাকবুলদিগকে মুসলমানীর নিদর্শণ হইতে খালী জানিয়া থাকে।

প্রশ্ন নং (১০) কেহ কি এই প্রকার মানুষ হইয়াছে? যে একাই সিদ্দিক এবং ফারুক হইয়াছে।

উত্তর নং (১০) হ্যাঁ, মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব গাংগুহী সিদ্দিক ও ফারুক দুই ছিলেন। সুতরাং, মৌলবী মাহমুদ হাসান উহার সম্পর্কে লিখিতেছেন।

উদ্ধৃতি নং (১০) মারসীয়ায় রশীদ আহমাদ ১৬ পৃঃ। "ওহ, থে সিদ্দিক আওর ফারুক ফের কাহিয়ে আজব কেয়া হ্যায় শাহাদাত নে তাহাজ্জুদ মে কদমবুসি কি গার ঠাঈ"। তিনি সিদ্দিক ও ফারুক ছিলেন। বলুন, আশ্চর্য কি আছে।

ফলাফল—এই দশটি প্রশ্নের উত্তর দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেবের কিতাব 'মারসীয়ায়ে রশীদ আহমেদ' এর উদ্ধৃতিতে লেখা হইয়াছে। একটি উদ্ধৃতি মিথ্যা প্রমান করিতে পারিলে নগদ পাঁচশত টাকা পুরস্কার। মুসলমানগণ! পক্ষপাতিত্ব ও গোড়ামী ত্যাগ করিয়া সামান্য বুঝিয়া পাঠ করুণ এবং ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখুন। তাহাহইলে সত্য ও মিথ্যা সূর্য অপেক্ষা অধিক আলোকিত হইয়া যাইবে। জানা যাইবে মুশরিক ও বিদয়াতী কে। দেখুন! উলামায়ে দেওবন্দ নিজেদের পীরেদের প্রতি কেমন ধারনা রাখিয়া থাকে। পীরদিগকে বিশ্ব প্রতিপালক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। "বানীয়ে ইসলাম কা সানী" অর্থাৎ দ্বিতীয় খোদা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে। মুঃজিজার দিক দিয়া হজরথ ঈসা আলাইহিস্ সালাম অপেক্ষা বড় করিয়া থাকে। কাবা শরীফে উপস্থিত হইয়াও পীরের দরওয়াজা গাংগু খুজিয়া থাকে। সাধারণভাবে সমস্ত পৃথিবী কে উহার দাস ও অনুস্বরণকারী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। উহার রাজ কে খোদার—

pdf By Syed Mostafa Sakib

ন্যায় মানিয়া থাকে। নিজের পীরের দাসত্ব মুসলমান হইবার নিদর্শন বলিয়া থাকে। মুসলমানগণ! আল্লার জন্য ইনসাফ করুণ ও সত্য সত্য বলুন এবং পক্ষপাতিত্ব না করিয়া বলুন যে, যে মানুষ নিজের পীরেদের প্রতি এই প্রকার ধারণা রাখিয়া থাকে। সে খোদা পুজারী, না পীর পুজারী, মুওহ্হিদ (একত্ববাদী) অথবা মুশরিক।

প্রশ্ন নং (১১) নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একাই 'রাহমাতুললিল আলামীন' অথবা উলামায়ে দেওবন্দের নিকটে উম্মাতকেও 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বলা যাইতে পারে।

উত্তর নং (১১) 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের বিশেষ গুণ নহে। বরং 'উলামায়ে রব্বানিঈন' (উলামায়ে দেওবন্দ) কেও 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বলা জায়েজ। সুতরাং উলামায়ে দেওবন্দের নেতা মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব নিজের ফাতাওয়ার মধ্যে লিখিতেছেন। দেখুন।

উদ্ধৃতি নং (১১)—ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ২য় খঃ ১২ পৃষ্ঠা। 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের 'সিফাতে খাসসাহ' বিশেষ গুণ নহে। বরং আরো আউলিয়া, আম্বিয়া ও উলামায়ে রব্বানিঈনও (উলামায়ে দেওবন্দও) রাহমাতে আলাম হইয়া থাকে। যদিও নাকি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সবার শ্রেষ্ঠ। অতএব, যদি কাহার প্রতি ব্যাখ্যা স্বরূপ এই শব্দ বলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে জায়েজ হইবে। কেবল বান্দা রশীদ আহমাদ গাংগুহী।

ফলাফল—যেহেতু উলামায়ে দেওবন্দের নিকট মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব আলেমে রব্বানী এবং উহার আদেশ রহিয়াছে যে, আলেমে রব্বানী কে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বলা জায়েজ।

অতএব উলামায়ে দেওবন্দের নিকট মৌলবী রশীদ আহমাদ হইলেন 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'। সেইহেতু মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব নিজ রাহামাতের বহু নূর দেখাইয়াছেন। যাহার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাহা ইহাই যে, তিনি কাক খাওয়ায় সওয়াব ধার্য করিয়া দিয়াছেন। ইহা বিনা পয়সায় ও বিনা মূল্যের কালো মোরগ মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব হালাল বলিয়া উহার ভক্ষণকারীর জন্য সওয়াবও ধার্য করিয়া দিয়াছেন। দেওবন্দীদের জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক রহমাত আর কি হইতে পারে যে, পয়সা কড়ি লাগিবেনা বিনা মূল্যে তরকারীর তরকারী এবং সওয়াবের সওয়াব। দেখুন উদ্ধৃতি নং (২০)।

প্রশ্ন নং (১২) উলামায়ে দেওবন্দের নিকট ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহু আনহুর 'মারসীয়া'[১] লেখা কেমন?

উত্তর নং (১২) লেখা তো দুরের কথা যদি লিখিতও পাওয়া যায় তাহা হইলে পুড়াইয়া দেওয়া অথবা মাটিতে পুঁতিয়া দেওয়া জরুরী। উদ্ধৃতি দেখুন।

উদ্ধৃতি নং (১২) ফাতাওয়ায় রশীদিয়া খঃ ৩ পৃঃ ১০৩ প্রশ্ন 'মারসীয়া' যাহা তা'জিয়া ইত্যাদিতে কারবালার শহীদগনের জন্য পড়া হইয়া থাকে। যদি কোন মানুষের নিকট থাকে এবং সে উহা দুর করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে উহা পুড়াইয়া দেওয়া উচিত অথবা বিক্রয় করিয়া দেওয়া ইতি।

উত্তর- উহা জ্বালাইয়া দেওয়া অথবা জমীনে দফন করিয়া দেওয়া জরুরী ইতি।

উপদেশ- মুসলমানগণ! সামান্য চিন্তা করুণ। ইমাম হোসাইন রাদী আল্লাহু আনহুর 'মারসীয়া, পুড়াইয়া দেওয়া এবং জমীনে দফন করিয়া দেওয়া জরুরী। কিন্তু মৌলবী রশীদ

[১] কবিতা যাহাতে কারবালার শহীদান গনের বিপদ ও শাহাদাতের বিবরণ থাকে। (ফিরোজুল লোগাত পৃঃ ৮৯০) অনুবাদক

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহমাদ সাহেবের মারসীয়া লেখা জায়েজ।

প্রশ্ন নং (১৩) দেওবন্দী আলেমদের মারসীয়া লেখা কেমন? এবং যদি লিখিত পাওয়া যায় তাহা হইলে কারবালার শহীদানগণের মারসীয়ার ন্যায় উহা পুড়াইয়া দেওয়া এবং জমীন দফন করিয়া দেওয়া জরুরী হইবে, না হইবেনা?

উত্তর নং (১৩) দেওবন্দী আলেমদের 'মারসীয়া' লেখা বিনা মাকরূহ্‌তে জায়েজ। শহীদানে কারবালা রাদী আল্লাহু আন্ হুমদিগের মারসীয়ার ন্যায় উহাকে পুড়াইয়া দেওয়া; জমীনে দাফন করিয়া দেওয়া উচিত হইবেনা।

উদ্ধৃতি নং (১৩) কারণ, দেওবন্দীদের পথ প্রদর্শক মৌলবী মাহমুদ হাসান সাহেব তাঁহার পীর মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেবের মারসীয়া লিখিয়াছেন এবং ছাপাইয়া প্রচার করিয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া হাজার হাজার সংখ্যা ছাপাইয়া বিক্রয় হইতেছে। এবং আজ পর্যন্ত কোন দেওবন্দী মৌলবী রশীদ আহমাদের মারসীয়াকে পুড়াইবার অথবা জমীনের দফন করিবার ফতওয়া প্রচার করেন নাই। অতএব, প্রমান হইল যে, দেওবন্দীদের নিকটে উলামায়ে দেওবন্দের মারসীয়া লেখা বিনা মাকরূহ্‌তে জায়েজ। কারবালার শহীদগনের মারসীয়ার ন্যায় উহাকে জ্বালাইয়া দেওয়ার অথবা দফন করিয়া দেওয়ার হুকুম নাই। ইহার নাম বিশ্বাস।

প্রশ্ন নং (১৪) মুহার্রম মাসে ইমাম হোসাইন রাদী আল্লাহু আনহুর শাহাদাতের বিবরণ সহীহ্ হাদীস দ্বারা বর্ণনা করা, পিপাসু পথিকের জন্য পানীর ব্যবস্থা করা, এই ব্যাপারে চাঁদা দেওয়া, শিশুদিগেকে শরবৎ অথবা দুধ পান করানো জায়েজ অথবা নাজায়েজ? দেওবন্দী মাজহাবে এইসমস্ত জিনিষের হুকুম কি?

উঃ নং (১৪) সহী হাদীস দ্বারাও মুহার্রম মাসে ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহু আনহুর শাহাদাত বর্ণনা করা দেওবন্দী মাজহাব অনুযায়ী হারাম। পথিকের পানীর ব্যবস্থা করা, উহাতে চাঁদা প্রদান করা, শিশুদিগকে শরবৎ অথবা দুধ পান করানো হারাম। যথা, মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব বলিতেছেন।

উদ্ধৃতি নং (১৪) ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ৩য় খঃ ১১৪ পৃঃ আছে। মুহার্রম মাসে হাসান, হুসাইন রাদী আল্লাহু আনহুমার শাহাদাতের বিবরণ প্রদান করা যদিও সহীহ্ হাদীস দ্বারা হয় অথবা পথিকের জন্য পানীর ব্যবস্থা করা, শরবৎ পান করানো, পানী ও দুধের জন্য চাঁদা দেওয়া অথবা দুধ পান করানো সমস্ত নাজায়েজ এবং রাফিজীদের অনুকরণ হইবার কারণে হারাম। সমাপ্ত।

উপদেশ - মুসলমানগণ! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুণ। ইহা সবতো হারাম। কিন্তু হোলী দেওয়ালী, কাফেরদের অগ্নিপুজার দিন উহারা খুশি হইয়া মুসলমানদিগের নিকট যে সমস্ত জিনিষ পাঠাইয়া থাকে। উহা সমস্ত হালাল ও জায়েজ। দেখুন।

প্রশ্ন নং (১৫) হিন্দুগন তাহাদের খুশির দিন হোলী অথবা দেওয়ালী ইত্যাদিতে পুরী অথবা অন্য কোন খাদ্য উপঢৌকন স্বরূপ মুসলমানদিগকে প্রদান করিলে উহা গ্রহণ করা ও ভক্ষন করা জায়েজ হইবে? অথবা মুহার্রমের শরবৎ ও দুধ ইত্যাদির ন্যায় উলামায়ে দেওবন্দের নিকট ইহাও হারাম হইবে?

উত্তর নং (১৫) হোলী ও দেওয়ালীর এই উপঢৌকন হিন্দুদিগের নিকট হইতে নেওয়া ও উহা ভক্ষন করা জায়েজ। মুহার্রমের শরবৎ ও দুধের ন্যায় দেওবন্দী আলেমদিগের নিকট হারাম নয়। ফাতাওয়ায় রশীদিয়াতে উহা জায়েজ লেখা রহিয়াছে। দেখুন।

উদ্ধৃতি নং (১৫) ফাতাওয়ায় রশীদিয়া খঃ ২, পৃঃ ১০৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

মসলা—হিন্দু খুশির দিন হোলী অথবা দেওয়ালী নিজ ও শিক্ষক/ হাকিম অথবা খাদেম কে লাড্ডু অথবা পুরী অথবা আরো কিছু খাদ্য উপঢৌকন স্বরূপ দিয়া থাকে। ঐ সমস্ত জিনিষগুলি নেওয়া ও খাওয়া শিক্ষক, হাকিম ও খাদেম মুসলমানের জায়েজ অথবা নাজায়েজ ?

উত্তর—জায়েজ [১] ইতি।

উপদেশ—মুশলমানগণ! চিন্তা করুন। দেওবন্দী আলেম-দের নেতা মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব শরবৎ, দুধ ইত্যাদি মুহার্রমের হওয়া সত্বেও সমস্তকে হারাম বলিতেছেন। কিন্তু হোলী, দেওয়ালীর সহিত এমন বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে যে, উহার সমস্ত খাদ্য জায়েজ ও দুরস্ত বলিতেছেন। ইহার নাম বিশ্বাস। হজরত ইমাম হোসাইন রাদী আল্লাহু আনহুরদিকে যে জিনিষের সম্পর্ক হইয়া যায়, তাহা নাজায়েজ ও হারাম হইয়া যায়। কিন্তু হুল্লী, দেওয়ালীর দিকে সম্পর্ক করায় কোন খারাপ হয়না, জায়েজ ও

[১] উলামায়ে দেওবন্দের নিকট কালী পুজার প্রসাদ খাওয়া যেমন জায়েজ। অনুরূপ কালীপুজাতে অংশ এহণ করাও জায়েজ। যথা, "হিন্দুরাজ আওর মুসলমান' নামক পুস্তিকার ৩২ পৃষ্ঠায় আছে - হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান ও অগ্নিপুজক ইত্যাদি পরস্পর মিলিতভাবে হুলি, কালীপুজা, দশরা, মোহার্রম, গুরু নানকের মেলা ও বড়দিন পালন করিবে"। এই পুস্তিকার সমর্থনে মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব নিম্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন "আমার নিকটে এই পুস্তিকাটি দেশের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও ফলদায়ক। আমার বিশ্বাস যে, যদি দেশের মানুষ ইহার প্রতি আমল করিয়া থাকে। তাহা হইলে অতি শীঘ্র দেশ উন্নত হইতে পারে।"....."আমি দেশ পুজারী হোসাইন আহমাদ মাদানী, ৫ই জানুয়ারী ১৯৫১ সাল। (সংগৃহীত ইলয়াসী জামায়াত ১২ পৃঃ) অনুবাদক

হাসাল থাকিয়া যায়। যখন উভয় স্থানে সম্পর্ক রহিয়াছে। তখন হুল্লীর সমস্ত খাদ্য জায়েজ ও বৈধ বলা এবং মুহার্রমের শরবৎ ও দুধ কে হারাম বলা, হয় উহা হুল্লী ও দেওয়ালীর বিশ্বাসের নেশা হইবে অথবা হজরৎ ইমাম হোসাইন রাদী আল্লাহু আনহুর প্রতি প্রবল দুশমনী হইবে।

প্রশ্ন নং (১৬) যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরাম রাদী আল্লাহু তাআলা আনহুমকে কাফের বলিবে সে ব্যক্তি উলামায়ে দেও-বন্দের নিকট সুন্নাত ও জামায়াত হইতে বাহির হইবে, না হইবেনা ?

উত্তর নং (১৬) উলামায়ে দেওবন্দের নিকট সাহাবাকে কাফের বলিলে সুন্নাত ও জামায়াত হইতে খারিজ হইবেনা। যথা, ফাতাওয়ায় রশীদিয়াতে রহিয়াছে।

উদ্ধৃতি নং(১৬) ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ২য় খঃ ১১ পৃঃ— যে ব্যক্তি কোন সাহাবা কে কাফের বলিবে সে অভিশপ্ত হইবে। এই প্রকার মানুষকে মাসজিদের ইমাম করা হারাম। সে তাহার এই কবীরা গোনাহের কারণে সুন্নাত ও জামায়াত হইতে খারিজ হইবে না।

উপদেশ— নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহে ইমামগণ পরি-স্কার বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই প্রকার মানুষ আহলে সুন্নাত হইতে খারিজ হইয়া যাইবে। বরং হজরত আবুবাকার সিদ্দিক ও উমার ফারুকের সম্পর্কে নিন্দাকারীকে ইমামগণ কাফের লিখিয়াছেন। কিন্তু গাংগুহী সাহেবের নিকট এই প্রকার কঠিন নিন্দা করিবার পরও সুন্নী রহিয়া যায়। কিছু বিশ্বাসী মানুষ পক্ষপাতিত্ব করিয়া বলিয়া থাকে যে, ইহা লেখকের ভুলই হইবে। কিন্তু ইহা একে-বারেই ভুল। কারণ, ফাতাওয়ায় রশীদিয়া কয়েকবার ছাপা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রেসে ছাপা হইয়াছে, যদি লেখকের ভুলই হইত, তাহা হইলে একটি ছাপায় হইত। দুইটি ছাপায় হইত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পত্যেক ছাপায় প্রত্যেক কিতাবে এই বাক্য রহিয়াছে। ইহা ছাড়া ইহার দুই লাইন পূর্বে (১০) দশ পৃষ্ঠায় স্বয়ং মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ব্যক্তি সাহাবায় বিয়াদবী করিবে সে ফাসেক হইবে। ইত্যি। এবং প্রকাশ্য কথা যে, কেবল ফাসেক হইবার কারণে সুন্নাত ও জামায়াত হইতে খারিজ হয় না। তাহা হইলে ইহা লেখকের ভুল কেমন করিয়া হইতে পারে। মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেবের পিছনের বাক্য চিৎকার করিয়া বলিতেছে যে, লেখকের ভুল অবশ্যই নয়। বরং গাংগুহী সাহেবের ধারনাই এই প্রকার।

প্রশ্ন নং (১৭) উলামাদিগের অবমাননাকারী আহলে সুন্নাত হইতে খারিজ হইয়া যাওয়া তো দূরের কথা এই প্রকার মানুষ দেওবন্দী আলেমদের নিকট মুসলমান নয়, কাফের। সুতরাং ফাতাওয়ায় রশীদিয়াতে আছে।

উদ্ধৃতি নং (১৭) ফাতাওয়ায় রশীদিয়া তৃতীয় খণ্ডে ষোল পৃষ্ঠায় আছে উলামাদিগের অবমাননা করা ও তুচ্ছ জ্ঞান করা যেহেতু উলামাগণ কুফ্‌রী লিখিয়াছেন। যাহা ইল্ম ও দ্বীনের কারণে।

ফলাফল—ইহা চিন্তা করিবার বিষয় যে, সাহাবা কে কাফের বলনে ওয়ালা কে কাফের বলা তো বড় কথা আহলে সুন্নাত হইতে খারিজ করা যাইবেনা। যাহা ১৬ নং উদ্ধৃতিতে বলা হইয়াছে। এবং আলেমদিগের অবমাননাকারীকে ইসলামের গণ্ডি হইতে বাহির করতঃ কাফের বলিতেছেন। শেষমেল ইহার মধ্যে ইহা ব্যতিত কি কৌশল রহিয়াছে এবং কি বলা যাইতে পারে যে, ইহাতে নিজেদের বাঁচা উদ্দেশ্য। সেহেতু নিজেই আসেম। সেইহেতু নিজের অবমাননার রাস্তা বন্ধ করিয়াছেন। সাহাবার কি প্রয়োজন, কি দরকার! উহাদিগকে চাই কেহ কতই বিয়াদবী করুক, কাফের বলুক নিজের কি ক্ষতি হইবে।

প্রশ্ন নং [১৮]: কিছু মানুষ ইহা বলিয়া থাকে যে, মাহফিলে মীলাদ শরীফে কিয়ামে তা'জিমী হইয়া থাকে এবং ভুল রেওয়ায়েত পাঠ করা হইয়া থাকে। এই কারণে উলামায়ে দেওবন্দ মাহফিলে মীলাদ শরীফ নাজায়েজ বলিয়া থাকে। অন্যথায় আর কোন কারণ নেই। অতএব, প্রশ্ন ইহাই যে, এই প্রকার মীলাদের মাজলিস কায়েম করা, যাহাতে সহীহ্ হাদীস সমূহ পাঠ করা হইবে এবং কিয়ামও করা হইবে না এবং শরীয়তের বিপরীত কোন কাজ করা হইবে না, এই প্রকার মাহফিলে মীলাদ শরীফও উলামায়ে দেওবন্দের নিকটে জায়েজ অথবা নাজায়েজ।

উত্তর নং [১৮]: মীলাদের মজলিসে যদিও কোন জিনিষ শরীয়তের বিপরীত না হয়, কিয়ামও না হয়, সহী হাদীস সমূহ পাঠ করা হয়, তবুও উলামায়ে দেওবন্দের নিকট জায়েজ নয়। ইহার প্রমাণের জন্য ফাতাওয়ার প্রশ্ন ও উত্তর দেখুন।

উদ্ধৃতি নং [১৮] ফাতাওয়ায় রশীদিয়া দ্বিতীয় খঃ, তিরাশি পৃঃ, প্রশ্ন বিনা কিয়ামে ও সহীহ হাদীস পাঠে মীলাদের মাজলিস কায়েম করা জায়েজ অথবা নাজায়েজ?

উত্তর: মীলাদের মাজলিস কায়েম করা সর্ব অবস্থায় নাজায়েজ।

১মীলাদ, কিয়াম মুস্তাহাব। ওহাবী দেওবন্দী সম্প্রদায় এগুলিকে নাজায়েজ বলিয়া থাকে। সমস্ত মসজিদে কিয়াম চালু করা একান্ত উচিৎ। কারণ, ইহাতে দুই প্রকার উপকার রহিয়াছে।

১] সওয়াব পাওয়া যাইবে। ২] দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াত কে বিতাড়িত করা সহজেই সম্ভব হইবে। উলামায়ে আহলে সুন্নাত অধিকাংশ স্থানে ফজর ও জুমার নামাজের পর কিয়াম করিয়া থাকেন। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপদেশ : মীলাদের মাজলিস সর্ব অবস্থায় নাজায়েজ বলিয়াছেন। অর্থাৎ মূলতঃ হারাম। উহা জায়েজ হইবার কোন উপায় নাই। সেই জন্যই তো বলিয়াছেন, সর্ব্ব অবস্থায় নাজায়েজ। যে দেওবন্দী মৌলবী বিনা কিয়ামে মীলাদ শরীফ জায়েজ বলিয়া থাকে। তাহাকে ফাতাওয়ার রশীদিয়া দেখান্ এবং জিজ্ঞাসা করুন যে, তুমি তোমার নেতা মৌলবী রশীদ আহমাদের ফাতওয়ার বিপরীত কেন বলিলে? তোমাদের নিকট নাজায়েজ বর্ণনাকারী কে? যদি মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেবের ফতওয়া ঠিক হয়, তাহা হইলে নিজের হুকুম বলো যে, নাজায়েজকে জায়েজ লিখিয়াছ, বলো কি বলিতেছ? কথা হইল ইহাই যে, মুসলমানদিগের ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্য। যেখানে যেমন সুযোগ দেখিয়াছে, সেই প্রকার বলিয়া দিয়াছে। যাহা কিছু হউক, মুসলমান জালে পড়িয়া থাক।

প্রশ্ন নং (১৯) : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েব স্বীকার করা কেমন? এবং যে ব্যক্তি এই প্রকার বিশ্বাস রাখে, উলামায়ে দেওবন্দের নিকটে উহার হুকুম কি?

উঃ নং (১৯) : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য ইল্মে গায়েব স্বীকার করা প্রকাশ্য শির্ক। এই প্রকার বিশ্বাসী মানুষ উলামায়ে দেওবন্দের নিকট নিঃসন্দেহে মুশরিক। যথা, মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব বলিতেছেন। উদ্ধৃতি নং (১৯) ফাতাওয়ায় রশীদিয়া দ্বিতীয় খঃ দশ পৃষ্ঠায় আছে : এই ধারনা রাখা যে 'তাঁহার [নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের] ইল্মে গায়েব ছিল' প্রকাশ্য শির্ক। ইতি।

উপদেশ : মৌলবী আশরাফ আলী থানুবী সাহেব স্বীয় কিতাব 'হিফজুল ঈমান' এর মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য ইল্মে গায়েব প্রমাণ করিয়াছেন। বরং থানুবী সাহেব তো

শিশু, পাগল ও সমস্ত পশুর জন্য ইল্মে গায়ের প্রমান করিতেছেন। এখন হে দেওবন্দীগণ বলুন! গাংগুহী সাহেবের ফতওয়ায় থানুবী সাহেব প্রকাশ্য মুশরিক হইবে অথবা হইবেনা?

প্রশ্ন নং (২০) ইহা প্রচার রহিয়াছে, যে কাক মহল্লাতে উড়িয়া বেড়ায় এবং অপবিত্র ভক্ষন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ মুসলমান উহাকে হারাম জানিয়া থাকে। কিন্তু আমরা শুনিয়াছি যে, দেওবন্দী আলেমদের নিকট ইহা হালাল এবং উহা ভক্ষন করা জায়েজ। এই কথা কি সত্য?

উত্তর নং (২০) দেওবন্দীদের নিকট এই কাক নিঃসন্দেহে জায়েজ। বরং কোন কোন অবস্থায় উলামায়ে দেওবন্দের নিকট এই কাক খাওয়া সওয়াব। ফাতাওয়ায় রশীদিয়ার প্রশ্নোত্তর দেখুন।

উদ্ধৃতি নং (২০) ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ২য় খঃ ১৪৫ পৃঃ
প্রশ্ন : প্রচলিত কাককে যে স্থানে অধিকাংশই হারাম জানিয়া থাকে এবং ভক্ষনকারীকে নিন্দা করিয়া থাকে। এই প্রকার স্থানে এই কাক ভক্ষন কারীর কিছু সওয়াব হইবে অথবা হইবেনা, সওয়াব হইবে অথবা আজাব হইবে?
উত্তর : সওয়াব হইবে। সমাপ্ত।

উপদেশ : দেওবন্দের পথ প্রদর্শক মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছেন যে, কাক ভক্ষন করা সওয়াব। কিন্তু জানিনা কিছু দেওবন্দী মানুষ এই সওয়াব থেকে কেন বঞ্চিত। এবং এই বিনা মূল্যের সওয়াব কেন ত্যাগ করিতেছে। সওয়াবের কাজে লজ্জা করা উচিত নয়, বরং প্রকাশ্যে কাক খাওয়া উচিত। বিনা মূল্যে বিশুণ উপকারীতা। মোরগ কেবল হালাল কিন্তু কাক খাওয়ায় যখন সওয়াব পাওয়া যায়। তাহা হইলে দেওবন্দী আলেমদের দাওয়াতে কাক দেওয়াই উচিত। যাহাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

একই সঙ্গে খাদ্য ও সওয়াব দুই হাসেল হইয়া যাইবে।

প্রশ্ন নং [২১]: এমন কি কোন কিতাব রহিয়াছে? যাহা রাখা এবং পাঠ করা এবং উহার প্রতি আমল করা দেওবন্দী আলেমদের নিকট প্রকৃত ইসলাম এবং সওয়াবের কারণ।

উত্তর নং [২১]: হ্যাঁ, সেই কিতাবটি হইল মৌলবী ইসমাইল দেহলবীর 'তাকবীয়াতুল ঈমান'। উহা রাখা দেওবন্দী ধর্ম্মে প্রকৃত ইসলাম। যথা, মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব লিখিয়াছেন।

উদ্ধৃতি নং [২১]: ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ৩য় খঃ ৫০ পৃঃ উহা (অর্থাৎ তাকবীয়াতুল ঈমান) রাখা, পাঠ করা ও আমল করা প্রকৃত ইসলাম ও সওয়াবের কারণ।

উপদেশ: যখন 'তাকবীয়াতুল ঈমান' রাখা ও পাঠ করা প্রকৃত ঈমান। তাহা হইলে জরুরী ইহাই যে, যে ব্যক্তি 'তাকবীয়াতুল ঈমান' পাঠ করে নাই এবং যে ব্যক্তি উহা নিজের নিকট রাখে নাই। সে ব্যক্তি ইসলাম হইতে খারিজ হইবে। যাহার অপরিহার্য পরিনাম ইহাই হইল যে, 'তাকবীয়াতুল ঈমান' লিখিবার ও ছাপিবার পুর্বে কোনো মানুষ মুসলমান ছিলনা। এবং ছাপিবার পর বরং এখনো পর্যন্ত যদি ঐ নিয়ম অনুযায়ী মুসলমানগণকে পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে কম পক্ষে ৯৫% মুসলমান ইসলাম হইতে অবশ্যই খারিজ হইয়া যাইবে। মুসলমানগণ। মৌলবী রশীদ আহমাদ গাংগুহীর কাফের বানাইবার ম্যাশিনটি দেখুন, আহলে সুন্নাত কে কাফের বানাইতে বানাইতে তিনি স্বয়ং নিজের ধর্মের মানুষকেও যাহাদের নিকট 'তাকবীয়াতুল ঈমান' নেই অথবা যাহারা এই কিতাব পাঠ করে নাই, তাহাদের কাফের বলিতেছেন। গাংগুহী সাহেবের মাজহাবে 'তাকবীয়াতুল ঈমান, এর সম্মান কোরআন শরীফ অপেক্ষা অধিক হইতেছে। কোরআন শরীফের প্রতি ঈমান আনা মুসলমানদের জন্য অবশ্য জরুরী বিষয়। কিন্তু উহা রাখা এবং পাঠ করা প্রকৃত ইসলাম নয়। কারণ, যে মুসলমানের ঘরে কোরআন মাজীদ নেই অথবা যে কোরআন মাজীদ পাঠ করেনাই সেও মুসলমান। কিন্তু গাংগুহী সাহেবের নিকট যে ব্যক্তি 'তাকবীয়াতুল ঈমান' রাখেনা এবং পাঠ করেনা সে মুসলমান নয়। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

প্রশ্ন নং [২২]: উলামায়ে দেওবন্দের নিকট ওহাবী কাহাকে বলা হয়?

উঃ নং [২২]: উচ্চ পর্য্যায়ের ধর্ম্ম ভীরু এবং সুন্নাতের অনুস্বরণকারীকে ওহাবী বলা হয়। যথা, উলামায়ে দেওবন্দের পথ প্রদর্শক মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব বলিতেছেন।

উদ্ধৃঃ নং [২২]: ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ২য় খঃ ১১ পৃষ্ঠায় আছে এখন এবং এই এলাকায় সুন্নাতের অনুসারী ধর্মভীরু কে ওহাবী[১] বলা হয়।

১] কোন ধর্মভীরু সুন্নাতের অনুস্বরণকারী মানুষকে ওহাবী বলা হয় না। প্রকৃত পক্ষে যাহারা শাফায়াত অস্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদিগকে ওহাবী বলা হইয়া থাকে। (নূরুল আনওয়ার পৃঃ ২৪৭, টীকা নং ১৩) – ওহাবীদের আরো কতিপয় ধারণা যথা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কবরে স্বশরীরে জীবিত নাই। কবরে সাধারণ মানুষের যে অবস্থা তাঁহারও সেই অবস্থা। তাঁহার রওজাপাক যিয়ারত করিতে যাওয়া হারাম ও ব্যাভিচারের পর্য্যায় পাপ। আমাদের প্রতি তাঁহার কোন অবদান নাই। তিনি আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তাঁহার অসীলা দিয়া দোওয়া চাওয়া জায়েজ নয়। আল্লার নবী অপেক্ষা আমাদের হাতের লাঠি বেশী সাহায্যকারী। কারণ, লাঠি দ্বারা আমরা কুকুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

মারিয়া থাকি। কোন মাজহাব মানা শির্ক। হুজুরের প্রতি দরূদ, সালাম ও মীলাদ পাঠ করা হারাম। (সংগৃহীত আশ্, শিহাবু স্ সাকিব ২৪ পৃঃ হইতে ৬৭ পৃঃ) অনুবাদক।

উপদেশ—তাহা হইলে ওহাবী বলিলে দেওবন্দীরা রাগিয়া যায় কেন? ধর্মভীরু ও সুন্নাতের অনুস্বরণকারী হওয়া কি খারাপ মনে হইয়া থাকে?

প্রশ্ন নং (২৩) ইবনো আব্দিল ওহ্হাব নজদির সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের ধারণা কি? উহাকে কেমন জানিয়া থাকে?

উত্তর নং (২৩) : অত্যন্ত ভাল, উত্তম মানুষ, সুন্নাতের অনুস্বরণকারী, হাদীস পালনকারী ছিলেন। অভ্যন্ত শরীয়তের অনুস্বরণকারী, উচ্চ পর্যায়ের মুবাল্লিগ, শির্ক ও বিদ্য়াত উৎখাত-কারী। উলামায়ে দেওবন্দের পথ প্রদর্শক মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব এই নজদী কে খুব প্রসংশা করিয়াছেন। দেখুন।

উদ্ধৃতি নং (২৩) ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ৩য় খঃ ৭৯ পৃঃ আছে।

প্রশ্ন : আবদুল ওহ্হাব নজদী কেমন মানুষ ছিলেন?

উত্তর : মোহাম্মাদ বিন আবদুল ওহ্হাব কে মানুষ ওহাবী বলিয়া থাকে। তিনি ভাল মানুষ ছিলেন[১]। শুনিয়াছি যে, হাম্বালী মাজহাব অবলম্বী ছিলেন এবং হাদীস পালনকারী ছিলেন। শির্ক ও বিদ্য়াতের বিরোধীতা করিতেন। কিন্তু তাহার মেজাজে তীব্রতা ছিল। আল্লাহ জা আলা ভালই অবগত।

---

[১] হোসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব মোহাম্মাদ বিন আবদুল ওহহাব সম্পর্কে লিখিয়াছেন। যথা, সে একজন অত্যাচারী, বিদ্রোহী, রক্ত পিপাবু ও বদ্মাইশ মানুষ ছিল। (আশ্শিহাবুস্ সাকিব পৃঃ ৪২) প্রিয় পাঠকবৃন্দ ইনসাফ করিয়া বলুন, মিথ্যাবাদী কে? রশীদ আহমাদ গাংগুহী, না হোসাইন আহমাদ মাদানী। অনুবাদক

উপদেশ—(২৩)উলামায়ে দেওবন্দের পথ প্রদর্শক মৌলবী রাশীদ আহমাদ সাহেব নজদী ওহাবীকে প্রসংশা করিয়া প্রমান করিয়া দিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, উলামায়ে দেওবন্দ ওহাবী এবং নজদীদের মত ধারণা পোষণকারী। নজদীদের যে ধারণা দেওবন্দীদেরও সেই ধারণা। অবশ্য পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, নজদী হাম্বালী মাজহাব অবলম্বী ছিলেন এবং দেওবন্দী হানিফী। ইহা কেবল আমলের দিক দিয়া পার্থক্য হইল। ধারণার দিক দিয়া উভয়েই একই।

প্রশ্ন নং (২৪)—'তাকবীয়াতুল ঈমান' ও 'সীরাতে মুস্তাকীম' এর লেখক মৌলবী ইসমাঈল ও দেহলবী উলামায়ে দেওবন্দের নিকট কেমন মানুষ?

উত্তর নং (২৪)—মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী উচ্চ পর্যায়ের মুত্তাকী পরহিজগার শহীদ অলীউল্লাহ ছিলেন। উলামায়ে দেওবন্দের নিকট মৌলবী ইসমাঈলের বিলায়েত কোরআন মাজীদ হইতে প্রমাণীত। সুতরাং মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব গাংগুহী নিজ ফাতাওয়ার মধ্যে লিখিয়াছেন। **উদ্ধৃতি নং** (২৪)—ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ৩য় খঃ ৪৯. পৃঃ—"ইন আউলিয়া উহু ইল্লাল মুত্তাকুন" মুত্তাকীগণ ছাড়া আল্লাহ তাআলার কোন আউলিয়া নাই। এই আয়াত অনুযায়ী মৌলবী ইসমাঈল অলী হইলেন। ইহার পর হাদীস হইতে মৌলবী ইসমাঈলের শাহাদাত প্রমাণ করিয়াছে।

উপদেশ—ইহাকেই বলা হইয়া থাকে বিশ্বাস। কোরআন ও হাদীস হইতে মৌলবী ইসমাঈল কে অলী ও শহীদ করিয়া দিলেন। কিন্তু হজরত গওস পাক রাদী আল্লাহু আনহু ইত্যাদি আউলিয়ায়ে কিরামদিগের জন্য কখনও এই প্রকার কষ্ট পছন্দ করে নাই। উহার এগারোই এবং ফাতিহাকেও শির্ক ও বিদয়াত বলিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিতে জীবন শেষ করিয়া দিয়াছে।

প্রশ্ন নং (২৫)—যখন উলামায়ে দেওবন্দের নিকট মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর বিলায়েত ও শাহাদাত কোরআন, হাদীস থেকে প্রমাণিত। তাহা হইলে উলামায়ে দেওবন্দ উহার উক্তিকে অবশ্যই মানিয়া থাকেন। আমরা শুনিয়াছি যে, মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী লিখিয়াছেন যে, নামাজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের খেয়াল আসা গাধা ও গরুর খেয়ালে ডুবিয়া যাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশি নিকৃষ্ট। এবং ইহাতে নামাজী শির্কের দিকে চলিয়া যায়। এই কথা কি সত্য? মৌলবী ইসমাঈল কোন্ কিতাবে এই প্রকার লিখিয়াছেন?

উত্তর নং (২৫) মৌলবী ইসমাঈল এর কথা মানা কি! বরং উহার কিতাব রাখা, উহার প্রতি আমল করা উলামায়ে দেওবন্দের নিকট প্রকৃত ইসলাম। যাহা ২১ নং উদ্ধৃতিতে অতিক্রম করিয়াছে। এবং এই কথা স্বঠিক, মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী তাঁহার কিতাব 'সীরাতে মুস্তাকীম' এর মধ্যে লিখিয়াছেন যে, নামাজের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের স্বরণ আনা নিজের গাধা ও গরুর স্বরণে ডুবিয়া যাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশী নিকৃষ্ট। এবং হুজুরের স্বরণ যেহেতু সম্মানের সহিত আসিয়া থাকে। এই কারণে শির্কের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। দেখুন। উদ্ধিতি নং (২৫)—সীরাতে মুস্তাকীম ৮৬ পৃঃ।

প্রশ্ন নং (২৬)—যখন উলামায়ে দেওবন্দের নিকট মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর উক্তি গ্রহণ যোগ্য হইয়াছে। তাহা হইলে এখন উহাদের নিকট নামাজ আদায় করিবার উপায় কি হইবে? কারণ যে, নামাজে হুজুরের জিকির রহিয়াছে এবং সম্মানেরও সহিত রহিয়াছে। নামাজে কোরআন মাজীদ পাঠ করা ফরজ। ইহাতেও হুজুরের প্রসংশা, গুণাগুণ বর্ণনা ও জিকির রহিয়াছে।

বিশেষ করিয়া আত্তাহিয়াতুর মধ্যে হুজুরের প্রতি সালাম প্রেরণ করা হইয়া থাকে। এবং শাহাদাত প্রদান করা হইয়া থাকে। এই সময়ে অবশ্য তাঁহার স্বরণ আসিয়া থাকে। তাহা হইলে দেওবন্দী মাজহাবে এবং প্রত্যেক ঐ মানুষের নিকট যাহারা ইসমাঈল দেহলবীকে মানিয়া থাকে (তাহাদের) নামাজ আদায় করিবার কি উপায় হইবে? নামাজ জায়েজ হইবার কোন পন্থা বাহির হইতে পারে অথবা পারেনা?

উঃ নং ২৬—ঘটনা ইহাই যে, যখন আত্তাহিয়াতুতে নামাজী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি সালাম প্রেরণ করিবে এবং তাঁহার রিসালাতের সাক্ষী প্রদান করিবে। তখন নিশ্চয় নামাজীর অন্তরে হুজুরের স্বরণ অবশ্যই আসিবে। ইহা কেমন করিয়া হইতে পারে যে, কাহার সালাম করা হইবে এবং তাহার স্বরণ অন্তরে আসিবে না। বরং সালাম করিবার পূর্বেই অন্তরে স্বরণ আসিয়া থাকে। অতএব, 'আত্তাহিয়াতু' পাঠ করিবার সময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের স্বরণ আসা জরূরী হইয়া গেল। এখন স্বরণ দুই প্রকার। সম্মানের সহিত (স্বরণ) আসিবে অথবা অসম্মানের সহিত আসিবে। যদি হুজুরের স্বরণ সম্মানের সহিত আসে, তাহা হইলে মৌলবী ইসমাঈল দেহলবীর উক্তি অনুযায়ী শির্কের দিকে চলিয়া গেল। নামাজ কোথায় হইল? আর যদি হুজুরের স্বরণ অসম্মানের সহিত আসে, তাহা হইলে অবশ্যই কুফরী হইয়া গেল। ফের নামাজ কেমন করিয়া হইবে? কারণ যে, নবীর অসম্মান কুফরী। এখন এই কুফর ও শিরক হইতে বাঁচিবার তৃতীয় উপায় ইহাই যে, আত্তাহিয়াতু পাঠ করিবে না। কিন্তু বিপদ ইহাই যে, নামাজে 'আত্তাহিয়াতু' পাঠ করা অয়াজিব। ইচ্ছাকৃত অয়াজিব ত্যাগ করিলে নামাজ পূর্ণ হইবে না। অতএব 'আত্তাহিয়াতু' পাঠ না করিলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাজ পূর্ণ হইবে না। ফলাফল ইহাই হইল যে, ঈসমাঈল দেহলবীর কথা অনুযায়ী নামাজী আত্তাহিয়াতু পাঠ করিলে নামাজ হইবে না এবং পাঠ না করিলেও নামাজ হইবে না। ইসমাঈলের মাজহাব অনুযায়ী কোন অবস্থায় নামাজই হইবে না। অবশ্য পার্থক্য এতটুকু হইবে যে, আত্তাহিয়াতু পাঠ না করিবার অবস্থায় সম্ভবতঃ কুফর ও শির্ক হইতে বাঁচিয়া যাইবে।

উপদেশ :—কি মজার কথা যে, কোন অবস্থায় নামাজ পূর্ণ হইতে পারেনা। কারণ ইহাই যে, 'সীরাতে মুস্তকীম' এর এই অপবিত্র উক্তিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কঠিন অসম্মান হইয়াছে। কারণ হুজুরের স্বরণ কে গাধা ও গরুর স্বরণ অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট বলিয়াছে। এই অসম্মান করিবার পরিনাম হইল যে, আত্তাহিয়াতু পাঠ করুক অথবা নাই করুক কিন্তু নামাজ কোন অবস্থায় পূর্ণ হইবে না।

প্রশ্ন নং [২৭] আমরা শুনিয়াছি যে, মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব থানুবী কাহার থেকে কিছু চাওয়া এবং কাহার সামনে ঝুঁকিয়া পড়াকে কুফর ও শির্ক বলিয়া থাকেন। অনুরূপ আলী বক্‌শ, হোসাইন বক্‌শ ও আব্দুন্ নবী ইত্যাদি নাম রাখা শির্ক ও কুফর বলিয়া থাকেন। দুর হইতে কাহার আহ্বান করা এবং এই ধারনা করা যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন। ইনি ইহাকে শির্ক ও কুফর ধারনা করিয়া থাকেন। খোদা ও রাসুল ইচ্ছা করিলে আমার কাজ হইয়া যাইবে। এইরূপ বলাকেও কুফর ও শির্ক বলিয়া থাকেন। এই কথা কি সত্য? প্রকৃত পক্ষে মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব কি এই সমস্ত কথাকে কুফর ও শির্ক বলিয়া থাকেন। অধিকাংশ মুসলমান এই সমস্ত কর্ম ও উক্তির সহিত জড়িত। যদি থানুবী সাহেবের নিকটে এই সমস্ত কথা কুফর ও শির্ক হইয়া থাকে। তাহা হইলে উহার নিকটে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মুসলমান কাফের ও মুশরিক হইয়া যাইবে। আমাদের ধারনায় আসেনা যে, মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব এত বড় আলেম ঐ কথা গুলিকে শির্ক বলিয়া লক্ষ লক্ষ মুসলমান কে ইসলাম হইতে খারিজ করিয়া দিবেন। অতএব সঠিক ঘটনা উদ্ধৃতিসহ বর্ণনা করুন।

উঃ নং ২৭ নিশ্চয় মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব কাহার নিকট কিছু চাওয়া কে, কাহার সামনে নিচু হওয়া কে, তুলহা ও তুলহীনের মাথায় ফুলের মালা ঝুলান কে, আলী বক্‌শ, হোসাইন বক্‌শ, আব্দুন্ নবী ইত্যাদি নাম রাখা কে কুফর ও শির্ক বলিয়া থাকেন। দুর হইতে কাহার আহ্বান করা এবং এই ধারনা করা যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন, এই প্রকার বলা যে, আল্লাহ ও রাসুল ইচ্ছা করিলে অমুক কাজ হইয়া যাইবে। ঐ সমস্ত কথাকে থানুবী সাহেব কুফর ও শির্ক বলিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি তাঁহার কিতাব বেহেশ্‌তী জেওরের প্রথম খণ্ডে উহার মধ্যে সমস্ত কথা কে কুফর ও শির্ক লিখিয়াছেন। উদ্ধৃতি দেখুন।

উদ্ধৃতি নং ২৭—বেহেশ্‌তী জেওর প্রথম খণ্ড ৪৫ পৃষ্ঠায় কুফর ও শির্কের বিবরণে আছে। দুর থেকে কাহার ডাকা এবং ধারনা করা যে, তিনি জানিতে পারিয়াছেন, কাহার নিকট উদ্দেশ্য চাওয়া, কাহার সামনে ঝুকিয়া পড়া। এই কিতাবে ৪৬ পৃষ্ঠায় আছে – তুলহীনের মাথায় ফুলের মালা বাধা, আলী বক্‌শ, হোসাইন বক্‌শ, আব্দুন্ নবী ইত্যাদি নাম রাখা। আল্লাহ ও রাসুল চাহিলে অমুক কাজ হইয়া যাইবে। এই প্রকার কথা বলা।

উপদেশ :—যখন এই সমস্ত কথা কুফর ও শির্ক হইল। তখন যে উহা করিবে সে মৌলবী আশরাফ আলী সাহেবের নিকট কাফের ও মুশরেক হইয়া গেল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাহার নিকট

উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতে চাহিল সে কাফের ও মুশরেক। যে ব্যক্তি কাহার সামনে নত হইল সে কাফের ও মুশরেক। যে ফুলের মালা মস্তকে বাধিয়া লইল সে কাফের ও মুশরেক। যে আলী বক্শ, হোসাইন বক্শ, আব্দুন নবী ইত্যাদী নাম রাখিয়াছে সে কাফের ও মুশরেক। যে দুর হইতে কাহার ডাকিয়াছে, এবং এই ধারনা করিয়াছে, যে তিনি শুনিতে পারিয়াছেন, সে কাফের ও মুশরেক। যে ইহা বলিল সে, আল্লাহ ও রসুল যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অমুক কাজ হইয়া যাইবে, সে কাফের ও মুশরেক।

মুসলমানগণ! সামান্য চিন্তা করিয়া বলুন যে, থানুবী সাহেব যে ছয়টি কথা কুফর, শিরক লিখিয়াছেন, আপনারা উহার মধ্যে কোন একটি করিয়াছেন অথবা করেন নাই। যদি উহার মধ্যে থেকে একটি কথা আপনাদের প্রকাশ হইয়া থাকে। তাহা হইলে থানুবী সাহেবের নিকট আপনারা কাফের, মুশরেক হইলেন। আপনারা যতই বলুন যে, আমরা মুসলমান কিন্তু থানুবী সাহেবের হুকুম অনুযায়ী আপনারা কাফের ও মুশরেক হইয়া গিয়াছেন। আমার ধারনায় যদি থানুবী সাহেবের এই নিয়ম অনুযায়ী যাচাই করা যায়। তাহা হইলে প্রতি শতকে পাঁচ জন মুসলমান বাহির হওয়া মুশকিল হইবে। এবং প্রতি শতকে পঁচানব্বই জন মুসলমান ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া কাফের, মুশরেক হইয়া যাইবে। মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব ঐ জিনিষ গুলিকে কুফর ও শির্ক লিখিয়া যেন মুসলমানদিগের কাফের বানাইবার মেশিন তৈয়ার করিয়াছেন। যে প্রায় প্রতি শতকে পঁচানব্বইজন মুসলমান কে কাফের ও মুশরেক বানাইয়া দিয়াছে। থানুবী সাহেব একটু ঘরের খবর নিবেন এবং নিজের বড় পথ প্রদর্শক মৌলবী গাংগুহী সাহেবের বংশ তালিকা দেখিবেন। তাজকিরাতুর রশীদ ১৩ পৃঃ গাংগুহী সাহেবের পিতার বংশ তালিকা ইহাই—

রশীদ আহমাদ পুত্র, হিদায়েত আহমাদ পুত্র, পীর বখ্শ পুত্র, গোলাম হাসান পুত্র, গোলাম আলী এবং মাতার বংশ তালিকা ইহা, - রশীদ আহমাদ পুত্র, কারীমুন্নেসা কন্যা, ফরীদ বখ্শ পুত্র, গোলাম ক্বাদের পুত্র, মোহাম্মাদ সালেহ পুত্র, গোলাম মোহাম্মাদ। চিন্তা করুন যে, গাংগুহী সাহেবের দাদা ও নানার বংশে কত এমন রহিয়াছে। যাহারা থানুবী সাহেবের হুকুম অনুযায়ী মুশরেক। এখন নিজেই বলুন যে, গাংগুহী সাহেব উহাদের নিকট কি হইবেন? "ঘরের প্রদীপে ঘরে আগুন লাগীয়া গিয়াছে"।

এই কথায় অবশ্য আশ্চর্য হইতে হয় যে, মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব এই প্রকার করিলেন কেন? কিন্তু যখন উহাদের মাজহাবী বিধানের দিকে দেখা যাইবে। তখন কোন আশ্চর্যের বিষয় হইবে না। ওহাবীদের বিধান ইহাই যে, উহাদের সামান্য জামায়াত ছাড়া দুন্ইয়ার সমস্ত মুসলমান উহাদের নিকট কাফের ও মুশরেক। অতএব, ইহা উহাদের আক্বীদার বিষয় যে, উহারা নিজেদের জামায়াত ছাড়া সমস্ত দুন্ইয়ার মুসলমানদিগের কাফের ও মুশরেক ধারনা করিয়া থাকে। যথা, আল্লামা শ্বামী আলাইহির রহমাত বলিয়াছেন—"যেমন আমাদের যুগে আব্দুল ওহ্হাবের অনুসরণকারীদের মধ্যে ঘটিয়াছে। যাহারা নজদ হইতে বাহির হইয়া মক্কা ও মদীনা শরীফের উপর আক্রমন করিয়া দখল করিয়া লইয়াছিল। এবং নিজদিগকে হাম্বালী বলিয়া প্রকাশ করিতেছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাদের ধারনা ইহাইছিল যে, উহারাই কেবল মুসলমান। তারপর সবাই মুশরেক। এই কারণে উহারা আহলে সুন্নাতের হত্যা করা এবং আহলে সুন্নাতের আলেমগণ কে কতল করা হালাল জানিত। তারপর আল্লাহ তাআলা উহাদের শক্তি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন এবং উহাদের শহর ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং ১১৩৩ হিজরীতে উহাদের উপর মুসলিম সৈন্যদের জয়লাভ দিয়াছিলেন। আল্লামা শামী পরিস্কার বলিয়া দিয়াছেন যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওহাবীদের ধারনা রহিয়াছে যে, উহারা নিজেদের ছাড়া সমস্ত দুনইয়ার মুসলমানদিগের কাফের ও মুশরিক জানিয়া থাকে। এবং উলামায়ে দেওবন্দ নজদী ওহাবীদের মত ধারনা পোষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং উলামায়ে দেওবন্দের পথ প্রদর্শক মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব তাঁহার ফাতাওয়ায় রশীদিয়ার মধ্যে মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাব নজদীর বহু প্রসংশা করিয়াছেন। উহাকে সুন্নাতের অনুস্বরণ কারী, হাদীসের প্রতি আমলকারী, শির্ক ও বিদয়াতের বাধা প্রদান কারী বলিয়া লিখিয়াছেন। ২৩ নং উদ্ধৃতি দেখুন। ফলাফল ইহাই প্রকাশ হইল যে, উলামায়ে দেওবন্দ নিজেদের ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান কে কাফের ও মুশরিক ধারনা করিয়া থাকেন। এবং এই নজদীদের ন্যায় ধারনা পোষণ করিয়া থাকেন। যাহারা আহলে সুন্নাত মুসলমান ও উলামায়ে আহলে সুন্নাত কে হত্যা করা জায়েজ ধারনা করিয়া থাকে। যদিও এখন ধোকা দেওয়ার জন্য এবং মুসলমানদিগের ধোকায় ফেলিবার জন্য আহলে সুন্নাত বলিয়া দাবী করিয়া থাকে এবং নিজদিগকে আহলে সুন্নাত বলিয়া লিখিয়া থাকে। কিন্তু এই চক্রান্ত কেমন করিয়া কাজে আসিবে। মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব নজদীর প্রসংশা করিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, উলামায়ে দেওবন্দ পাকা ওহাবী [১] এবং

১ উলামায়ে দেয়বন্দের তর্কবাগিশ মাওলানা মানজুর নোমাণী সাহেব ওহাবীদের প্রসংশা করিয়াছেন। (বিদআত কেয়া হ্যায় পৃ: ৭০/৭১ কেবল ইহাই নয়। বরং নোমাণী সাহেব স্বগৌরবে বলিয়াছেন—আমি বড় কঠিন ওহাবী। ইহার উত্তরে তাবলিগী নেসাবের লেখক মাওলানা জাকারীয়া সাহেব বলিয়াছেন আমি নিজেই তোমার থেকে বড় ওহাবী। সাওয়ানেহে ইউসুফ পৃ: ১৯২/১৯৩) এইবার মুসলমানগণ চিন্তা করিবেন যে, তাবলিগী জামাতের আসল উদ্দেশ্য কি! (অনুবাদক)

নজদীদের ন্যায় ধারনা পোষণ করিয়া থাকেন। আদৌ আহলে সুন্নাত নয়। বরং আহলে সুন্নাতের দুশমন। উহাদের রক্তের পিপাষু। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদিগের তাওফীক দান করেন যে, উহাদের চক্রান্ত হইতে বাঁচিয়া যায় এবং জানিয়া নেয় যে, মুসলমানদিগকে কাফের ও মুশরিক ধারনাকারী কি হইবে? উহার সহিত কি সম্পর্ক রাখা উচিত।

উপদেশ ঃ– মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব 'আব্দুন নবী' নাম রাখা শির্ক বলিয়াছেন। যাহা ২৭ নং উদ্ধৃতিতে অতিক্রম করিয়াছে। এবং উহার পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি 'শামা ইমে ইমদাদীয়া' কিতাবে বলিতেছেন যে, 'ইবাদুল্লাহ' কে 'ইবাদুর রাসুল' বলিতে পারা যায়। যাহা হইতে পরিষ্কার প্রকাশ হইয়া গেল যে, 'আব্দুন্ নবী' নাম রাখা জায়েজ। অর্থাৎ থানুবী সাহেব যাহা শির্ক বলিতেছেন। উহাকেই উহার পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব জায়েজ বলিতেছেন। যদি হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেবের উক্তি সঠিক হয়। তাহা হইলে 'আব্দুন্ নবী' নাম রাখা জায়েজ হইল। অথচ মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব উহা শির্ক বলিতেছেন। মুসলমানগণ বলুন! জায়েজ কে শির্ক ধারনাকারী কি হইবেন? আর যদি থানুবী সাহেবের উক্তি সঠিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। তাহা হইলে 'আব্দুন্ নবী' নাম রাখা শির্ক হইল। ইহাকে হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব জায়েজ বলিতেছেন। এখন বলুন, শির্ক কে জায়েজ ধারনাকারী কি হইবেন? পরি ও মুরীদ দুইজনের মধ্যে কাহার একজনের হুকুম বলুন। কি বলিবেন। ইহা বদ্জাত ওহাবীয়াতের ম্যাজিক। শ্রাবণের অন্ধের ন্যায় প্রত্যেক জিনিষে শির্ক দেখিয়া থাকে।

প্রশ্ন নং ২৮ আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

pdf By Syed Mostafa Sakib

অ সাল্লামের যে আংশিক ইল্মে গায়েব দান করিয়াছেন। এই প্রকার ইল্মে গায়েব কি উলামায়ে দেওবন্দের নিকট শিশু, পাগল ও জানোয়ারেরও রহিয়াছে? উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে কেহ কি এই প্রকার লিখিয়াছেন?

উত্তর নং (২৮)—উলামায়ে দেওবন্দের নিকট এই প্রকার ইল্মে গায়েব প্রত্যেক জায়েদ ও উমর বরং প্রত্যেক শিশু এবং প্রত্যেক পাগল এবং সমস্ত জানোয়ারেরও রহিয়াছে। দেওবন্দীদের পথ প্রদর্শক মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব থানুবী তাঁহার কিতাব 'হিফজুল ঈমাণ' এর মধ্যে লিখিয়াছেন। দেখুন।

উদ্ধৃতি নং (২৮)—হিফজুল ঈমাণ ৮ পৃষ্ঠা,—তারপর ইহাই যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পবিত্র সত্তার জন্য গায়েবের ইল্ম প্রমাণ করা যদি জায়েদের কথা অনুযায়ী সঠিক হইয়া থাকে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য বিষয় ইহাই যে, এই গায়েবের উদ্দেশ্য কি আংশিক গায়েব অথবা সম্পূর্ণ গায়েব। যদি আংশিক গায়েব উদ্দেশ্য হয়, তাহাহইলে ইহাতে হুজুরের বিশেষত্ব কি? এই প্রকার ইল্মে গায়েব জায়েদ, উমর বরং প্রত্যেক শিশু ও প্রত্যেক পাগল বরং সমস্ত পশু ও সমস্ত জন্তুরও রহিয়াছে।

উপদেশ:—এই বাক্যে মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব ইলমে গায়েব কে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ এবং আংশিক। 'সম্পূর্ণ' কে সর্বদিক দিয়া বাতিল করিয়াছেন। এবং হুজুরের জন্য 'সম্পূর্ণ' কেহ প্রমাণ করেন না। থাকিল আংশিক ইলমে গায়েব। উহা অবশ্যই হুজুরের ইলম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের এই ইলমকে পাগল ও পশুদের ইলমের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাহাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চরম অসম্মান করা হইয়াছে। কিছু দলীয় মানুষ কেবল পক্ষ পাতিত্ব করিয়া বলিয়া দিয়া থাকে যে, এই বাক্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অ সাল্লামের অসম্মান হয় নাই। কিন্তু ইহা কেবল আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের প্রকাশ্য পক্ষ পাতিত্ব করা। এই কারণে যে, যদি এই বাক্য মৌলবী আশরাফ আলী সাহেবের জন্য বলিয়া দেওয়া হয় এবং এই প্রকার বলা হয় যে, মৌলবী আশরাফ আলী সাহেবের জন্য ইল্ম প্রমাণ করা যদি জায়েদের কথা অনুযায়ী সঠিক হয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য বিষয় ইহাই যে, এই ইলমের উদ্দেশ্য আংশিক ইলম অথবা সম্পূর্ণ। যদি আংশিক ইলম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইহাতে মৌলবী আশরাফ আলী সাহেবের বিশেষত্ব কি? এই প্রকার ইলম তো জায়েদ, আমর বরং প্রত্যেক বালক ও উন্মাদ বরং সমস্ত প্রাণী ও জানায়ারের রহিয়াছে। তাহাহইলে অবশ্যই সেই পক্ষপাতকারী মানুষ ভীষণ রাগিয়া যাইবে। এবং বলিয়া দিবে যে ইহাতে মৌলবী আশরাফ আলী সাহেবের অসম্মান হইয়াছে। অথচ সম্পূর্ণ একই বাক্য যাহা মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্পর্কে লিখিয়াছেন। কেবল নামের পার্থক্য। এবং হিফজুল ঈমাণের বাক্যে যত প্রকার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, উহা সমস্ত ইহার মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু তবুও বলিয়া থাকে যে থানুবী সাহেবের অসম্মান হইয়াছে। মুসলমান গণ! চিন্তা করুন। যে বাক্যে মৌলবী আশরাফ আলী সাহেবের অসম্মান হইবে। সেই বাক্যে হুজুরের জন্য বলিলে হুজুরের অসম্মান হইবেনা। ইহার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ইহাই যে, ঐ দলের মানুষের নিকট হুজুরের সম্মান মৌলবী আশরাফ আলী সাহেবের সমানও স্বীকার করেনা। অন্যথায় কোন কারণ নাই যে, যে কথায় থানুবী সাহেবের অসম্মান হইবে সেই কথায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অসম্মান হইবেনা। আশ্চর্য আশ্চর্য। এই পক্ষ পাতিত্বের কি কোন সীমা আছে। নবীর মুকাবিলায় থানুবী সাহেবের এই প্রকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশ্য পক্ষ পাতিত্ব। ----- কিন্তু মৌলবী আশরাফ আলী সাহেব ভালই জানেন যে, হিফজুল ঈমাণের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসম্মান হইয়াছে। এই কারণে আজ পর্যন্ত উলামায়ে আহলে সুন্নাতের মুকাবিলায় মুনাজারার (বাহাসের) জন্য আসিতে সামর্থ হন নাই। ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিবার নেশায় তওবাও করিতে পারেন নাই। দলীয় মানুষ উহার পক্ষ পাতিত্বে কিছু লাফালাফি করিয়াছে। কিন্তু এই মুকাদ্দামায় একটু শক্তি প্রয়োগ যদি না করে তো আর কি করিবে। এই কারণে যেখানে যার লাঞ্ছিত হয়। হইবেনা কেন? হিফজুল ঈমাণের এই বাক্যে অসম্মান হওয়া সূর্য অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল। উহার পক্ষপাতহেতু যাহা কিছু বলা হইবে তাহা কুফরের পক্ষ পাতিত্ব করা। এবং কুফরের পক্ষ পাতিত্ব লাঞ্ছনা ভৎর্সনা ছাড়া আর কি হইতে পারে? আল্লাহ পাক তওবা করিবার সামর্থ দান করেন।

প্রশ্ন নং ২৯ উলামায়ে দেওবন্দের নিকট আমলের দিক দিয়া উম্মাত নবীর সমতুল্য হইতে পারে কি?

উত্তর নং (২৯—হ্যাঁ, উলামায়ে দেওবন্দের ধারণা ইহাই যে, উম্মাত আমলের দিকদিয়া নবীর সমতুল্য হইতে পারে বরং নবীর থেকে বড় হইতে পারে। সুতরাং উলামায়ে দেওবন্দের পথ পদর্শক, দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মাদ কাসেম সাহেব নানুতুবী লিখিতেছেন।

উদ্ধৃতি নং(২৯)—'তাহজীরুন্নাস' লেখক মৌলবী মোহাম্মাদ কাসেম পৃষ্ঠা পাঁচ—নবীগণ স্বীয় উম্মাত হইতে যদি শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। তাহা হইলে ইল্মের দিকদিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন। বাকী রহিল আমল। ইহাতে অধিকাংশ সময়ে বাহিয্যিক উম্মাত সমতুল্য হইয়া যায়। বরং বড় হইয়া যায়।

উপদেশ:—মুসলমানগণ! ইহা হইল উলামায়ে দেওবন্দের

ধারনা। নবীর আমল কে উম্মাতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেয়না। আমলের দিক দিয়া নবীকে উম্মাতের সমতুল্য করিয়া থাকে। বরং বড় করিয়া থাকে। উহারা ইল্মের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিল। কিন্তু থানুবী সাহেব তাহাও উড়াইয়া দিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, এই প্রকার ইল্ম পাগল ও পশুদেরও রহিয়াছে। ২৮ নং উদ্ধৃতি দেখুন।

প্রশ্ন নং ৩০ উলামায়ে দেওবন্দের নিকট হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্ম অধিক, না শয়তানের ইল্ম অধিক? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্ম কোরআন ও হাদীস হইতে প্রমাণীত, না অভিশপ্ত শয়তানের?

উত্তর নং ৩০ উলামায়ে দেওবন্দের নিকটে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্ম অপেক্ষা শয়তানের ইল্ম অধিক এবং শয়তানের ইল্ম অধিক হওয়া কোরআন ও হাদীস হইতে প্রামাণীত। এবং উহাদের নিকট হুজুরের বিস্তীর্ণ ইল্মের জন্য কোন অকাট্য দলীল নাই। সুতরাং মৌলবী খলীল আহমাদ সাহেব আম্বেঠী ও মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব গাংগুহী স্বীয় কিতাবে লিখিতেছেন।

উদ্ধৃতি নং ৩০ 'বারাহীনে কাতিয়া' লেখক মৌলবী খলীল আহমাদ আম্বেঠী, উহার সমর্থনকারী মৌলবী রশীদ আহমাদ গাংগুহী ১৫ পৃষ্ঠা। আসল কথা চিন্তা করা উচিত যে, শয়তানের ও মালাকুল মওতের অবস্থা দেখিয়া অকাট্য দলীলের বিপরীত বিনা দলীলে কেবল বাতিল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া হুজুরের জন্য জমীনের সমস্ত ইল্ম প্রমাণ করা শির্ক নয় তো কোন্ ঈমাণের অংশ? শয়তান ও মালাকুল মওতের এই বিস্তীর্ণতা অকাট্য দলীলে প্রমাণ হইয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিস্তীর্ণ ইল্মের কোন্ অকাট্য দলীল রহিয়াছে?

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাহাতে সমস্ত অকাট্য দলীল ত্যাগ করিয়া একটি শিরক প্রমাণ করিতেছে।

উপদেশ ঃ—মুসলমানগণ! চিন্তা করুন। মৌলবী খলিল আহমাদ সাহেব ও মৌলবী রশীদ আহমাদ সাহেব উলামায়ে দেওবন্দের নেতাদয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য সমস্ত জমীনের ইল্‌ম শির্‌ক বলিয়াছেন। কিন্তু শয়তানের জন্য এই শির্‌ক কে আনন্দের সহিত অকাট্য দলীলে প্রমাণীত বলিয়াছেন। অভিশপ্ত শয়তানের প্রতি এই প্রকার ভাল ধারনা এবং হুজুরের প্রতি এই প্রকার দুশ্‌মনি। এই শত্রুতাই বিবেক কে বিদায় দিয়াছে। ইহা বুঝিতে পারেনাই যে, হুজুরের জন্য যে ইল্‌ম প্রমাণ করা শির্ক। উহা শয়তানের জন্য কেমন করিয়া ঈমাণ হইতে পারে? এবং উহাও অকাট্য দলীলে অর্থাৎ কোরআন ও হাদীস হইতে। কোন স্থানে কোরআন ও হাদীস হইতে শির্ক প্রমাণ হইয়া থাকে? ইহা শয়তানের প্রতি ভাল ধারনা রাখা যে, উহার ইল্‌ম কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্‌ম অপেক্ষা বড় করিয়া দিয়াছে।

মুসলমানগণ! ইনসাফ করুন এবং পক্ষ পাতিত্ব না করিয়া বলুন। ইহাতে কি হুজুরের অসম্মান হয় নাই? হইয়াছে, অবশ্যই হইয়াছে। যদি কোন স্বদলীয় ব্যক্তিপুজক মানুষ স্বীকার না করে। তাহা হইলে উহাকে বলুন যে, তুমি ইল্‌মের দিক দিয়া শয়তানের সমান অথবা তোমার অমুক মৌলবী ইল্‌মের দিক দিয়া শয়তানের সমান। দেখিবেন যে, জামা খুলিয়া ফেলিবে। অথচ উহাকে সমান বলিয়াছেন। আর যদি কোন দেওবন্দী মৌলবীকে শয়তানের তুলনায় তুচ্ছ করিয়া দেওয়া হয় তাহাহইলে জানিনা, অবস্থা কতদুর গড়াইয়া যাইবে। মুসলমানগণ! পবিত্র শরীয়তের আদেশ যে, যে কেহ ইল্মের দিক দিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম অপেক্ষা

মাখলুক কে বড় বলিয়াছে সে কাফের। "শারহে শিফা নাসীমুর্‌ রিয়াদ" এর মধ্যে বলিয়াছেন—"মান কালা ফুলানুন আ'লামু মিনহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ফাকাদ আবাহু অ নাকাসাহু ফাহুয়া সাব্বুন"

অনুবাদ—যে কেহ বলিয়াছে যে, অমুকের ইল্‌ম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অপেক্ষা বেশী। সে অবশ্য হুজুরের দোষ লাগাইয়াছে এবং হুজুরের অসম্মান করিয়াছে। সে হুজুরের বদনাম কারী। প্রকাশ্য কথা যে, ইহাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চরম অসম্মান হইয়াছে। ইহার পর উহার কুফরে সন্দেহ কি থাকিতে পারে?

ফলাফল ঃ—মৌলবী মুর্তাজা হাসান দারভাঙ্গী ঐ কুফরী বাক্যের ব্যাখ্যায় ইহাই বলিয়াছেন যে, এই বাক্যে হুজুরের যে বিস্তীর্ণ ইল্‌ম কে শির্ক বলা হইয়াছে এবং যে ইল্‌ম অস্বীকার করা হইয়াছে। উহা 'ইল্‌মে জাতী'[১] এবং ইল্‌মে জাতী হুজুরের জন্য প্রমান করা শির্ক।

কিন্তু দুঃখ যে, কুফরের পক্ষপাতিত্বে উহার বিবেক বিদায় হইয়া গিয়াছে। ইহাও বুঝিতে পারে নাই যে, ইল্মে জাতী অস্বীকার করিবার বাহানা ঐ সময় হইতে পারিত। যখন উহার প্রতিদন্দী হুজুরের জন্য ইল্মে জাতী প্রমাণ করিত। যখন প্রতিদন্দী 'ইল্মে আতায়ী'[২] প্রমান করিতেছে। তখন ইল্মে জাতী অস্বীকার করা অবশ্য পাগলের বড় হইবে। এবং মৌলবী খলীল আহমাদ সাহের পাগল গণ্য হইবেন।

'বারাহীনে কাতিয়া'র এই কুফরী বাক্য ইহাও চিৎকার করিয়া বলিতেছে যে, যে প্রকারের ইল্ম শয়তানের জন্য স্বীকার করিয়াছে। ঐ প্রকারের ইল্ম হুজুরের জন্য অস্বীকার করিয়াছে।

[১] নিজস্ব ইল্ম [২] খোদা প্রদত্ত ইল্ম (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুরের জন্য ইল্মে জাতী অস্বীকার করিয়া থাকে।
তাহা হইলে অবশ্যই শয়তানের জন্য ইল্মে জাতী স্বীকার করিয়াছে।
যাহা প্রকাশ্য শির্ক। ইহাতে মৌলবী খলীল আহমাদ সাহেব
মুশরীক গণ্য হইবেন। ফল ইহাই হইল যে, মৌলবী মুর্তাজা
হাসান সাহেব 'বারাহীন কাত্বিয়া'র এই বাক্যে হুজুরের ইল্মে
জাতীকে অস্বীকার করিয়া 'বারাহীনের লেখক, ও সমর্থককে
পাগল ও মুশরিক করিয়া দিয়াছেন। ইহা হুজুরের অসম্মান
করিবার শাস্তি যে, পক্ষ পাতিত্ব করা হইলে তখন দেওয়ানা অথবা
পাগল অবশ্যই গণ্য হইবে। আল্লাহ পাক তওবা করিবার সামর্থ
দান করেন যে, কুফরের সহানুভূতি করা হইতে তওবা করে এবং
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মর্য্যাদা চিনিতে পারে এবং
জানিয়া নেয় যে, হুজুরের মুকাবিলায় কাহার পক্ষ পাতিত্ব করা
কাজে আসিবেনা।

ফলাফল ঃ- দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলবী কাসেম
সাহেব নানুতুবী সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে আমলের
দিক দিয়া ছোট করিয়াছেন এবং উম্মাতদিগকে আমলের দিক
দিয়া আম্বিয়াদের থেকে বড় করিয়াছেন। যাহা ১৯ নং উক্তিতে
...তিক্রম করিয়াছে। এবং মৌলবী খলীল আহমাদ সাহেব ও
...লবী রশীদ আহমাদ সাহেব ইল্মের দিক দিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু
...াইহি অ সাল্লাম অপেক্ষা শয়তান কে বড় করিয়াছেন।
... প্রমান ৩০ নং উক্তিতে চলিয়া গিয়াছে। আসল কথা
হইল যে, উলামায়ে দেওবন্দ একমত হইয়া আম্বিয়া আলা-
...সালাম বিশেষ করিয়া নবীগণের সর্দার জনাব মুহাম্মাদুর
...সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে ইল্ম ও আমল
...ফীলতের দিক দিয়া উম্মাত ও শয়তানের থেকে ছোট
...। মুসলমানগণ! চক্ষু খুলিয়া দেখুন এবং ইনসাফ

করুন এবং উলামায়ে দেওবন্দের আসল রূপ চিনিয়া নিন। যদি
আপনারা নিজের রাসুল, নিজের নবী, আল্লার মাহবুব জনাব
মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে সত্যই
ভাল বাসেন। তাহাহইলে ইহা অবগত হইবার পর ঐ বে আদব-
দের থেকে অসন্তুষ্ট হইয়া সম্পর্ক পৃথক করিয়া নিন। নিজের
নবির এই প্রকার প্রকাশ্য অসম্মান কারীর সহিত সম্পর্ক রাখা
অথবা উহার প্রসংশাকারী ও উহার সমর্থন কারীগণের সহিত
সম্পর্ক রাখা উম্মাতের কাজ হইতে পারে না। আপনারা ফয়সালা
করুন যে, এত প্রকাশ্য অসম্মান করিবার পরও যদি ঈমানী লজ্জা
না আসে এবং বে আদবের পক্ষ পাতিত্ব ও সহানুভূতিতে অবাস্তর
ব্যাখ্যা করা হয়। তাহা হইলে নবীর সহিত শত্রুতা ও দুশমনী
নয়? প্রকৃত পক্ষে এই প্রকার বে আদবের পক্ষ পাতিত্ব করা
নবীর দুশমনী ও নবীর মুকাবিলা করা। ● অল ইয়াজু
বিল্লাহি তাআলা।

মুসলিম ভ্রাতৃ বৃন্দের নিকট নিঃশর্ত আবেদন

বেরাদারানে ইসলাম! প্রিয় ভাইগণ! পৃথিবী কয়েক
দিনের। উহার রাত ও বিপদ সমস্ত ধ্বংস শীল। এখান কার
দোস্তী ও দুশমনী সমাপ্ত হইয়া যাইবে। দুনইয়া হইতে চলিয়া
যাওয়ার পর বড় হইতে বড় দোস্ত বন্ধুও কাজে আসিবেনা। মরণের
পর কেবল আল্লাহ এবং উহার রসুল হুজুর সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুর
রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি অ সাল্লামই উপকারে আসিবে।
পরকালের সফরে প্রথম মানজিল হইল কবর। ইহাতে মুনকির
নাকীর আসিয়া প্রশ্ন করিবেন যে, তোমার প্রতিপালক কে?

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমার ধর্ম কি? ইহার সঙ্গে নবী করীম রউফ রহীম হুজুর সাইয়েদুনা মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্পর্কে মূর্দা জিঙ্গাসা করিয়া থাকেন-'মা তাকুলু ফি হাজার রাজুলি' হুজুরের দিকে ইংগিত করিয়া জিঙ্গাসা করিয়া থাকেন যে, উহার সম্পর্কে কি বলিতেছে? যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত লোকটির ধারনা ও মুহাব্বাত থাকে, তাহা হইলে উত্তর দিয়া থাকে যে, ইঁনি তো আমাদের আকা মাওলা আল্লার মাহবুব হুজুর মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। উহার জন্য তো আমাদের মান সম্মান ও জান মাল সবই উৎসর্গ। এই লোকটির জন্য নাজাত হইবে। আর যদি অন্তরে হুজুরের প্রতি সামান্য পরিমাণ বিরূপ থাকে এবং হুজুরের সম্মান ও মুহাব্বাত না থাকে, উত্তর দিতে পারিবে না। ইহাই বলিবে- আমি জানিনা মানুষ যাহা বলিত আমি তাহাই বলিতাম। ইহার উপর কঠিন আজাব এবং বৎসনার মার হইবে। • আল ইয়াজ বিল্লাহ

জানা গেল যে, হুজুরের মুহাব্বাত ঈমানের আসল ও নাজাতের মুল। কিন্তু ইহা তো প্রত্যেক মুসলমান খুব দৃঢ়তার দাবী করতঃ বলিয়া থাকে যে, আমরা হুজুরের প্রতি মুহাব্বাত রাখিয়া থাকি। তাঁহার সম্মান আমাদের অন্তরে রহিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক দাবীর জন্য দলীলের প্রয়োজন এবং প্রত্যেক সাফলের জন্য পরিক্ষা হইয়া থাকে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাল্লামের মুহাব্বতের দাবীদারদিগের জন্য এই পরিক্ষা রহিয়াছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র মর্যাদায় যাহারা আঘাত ও বে আদবী করিয়াছে। তাহাদের থেকে নিজেদের সম্পর্ক পৃথক করিয়া নিবে। এই প্রকার মানুষদের প্রতি ঘৃনা এবং অসন্তুষ্ট প্রকাশ করিবে। যদিও সে মাতা পিতা ও সন্তানাদি হউক না কেন। বড় হইতে বড় মাওলানা, পীর উস্তাদ হউক না কেন।

কিন্তু যখন উহারা হুজুরের সহিত বে আদবী করিয়াছে। তখন উহাদের সহিত ঈমানদারের কোন সম্পর্ক বাকী রহিল না। যদি কোন ব্যক্তি উহাদের বে আদবী জানিবার পরও উহাদের ইজ্জত ও উহাদের সম্মান করিয়া থাকে এবং আত্মীয়তা অথবা উহাদের ব্যক্তিত্য এবং মৌলবী হইবার দিক দিয়া ঘৃনা ও অসন্তুষ্ট প্রকাশ না করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি এই পরিক্ষায় সফল হইল না। প্রকৃত পক্ষে হুজুরের প্রতি ঐ লোকটির মুহাব্বাত নাই। কেবল মৌখিক দাবী। যদি হুজুরের মুহাব্বাত এবং তাঁহার সাচ্চা সম্মান হইত। তাহা হইলে এই প্রকার মানুষদের মান সম্মান, ইহাদের সহিত সম্পর্ক ও মুহাব্বাতের অর্থ কি? খুব স্বরণ রাখিবে! পীর ও উস্তাদ মৌলবী ও আলেমের যে সম্মান ও ইজ্জত করা হইয়া থাকে। উহার একমাত্র কারণ ইহাই যে, সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছে। কিন্তু যখন সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্পর্কে বে আদবী ও গুস্তাখী করিয়াছে। ইহার পর তাহার সম্মান কি? এবং তাহার সহিত সম্পর্ক কি? সে তো নিজেই হুজুরের সহিত সম্পর্ক পৃথক করিয়া নিয়াছে। ইহার পর মুসলমান উহার সহিত সম্পর্ক কেমন করিয়া বাকী রাখিবে।

হে মুসলমান! তোমার উপর ফরজ যে, নিজের আকা মাওলা মাহবুব খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইজ্জত ও সম্মানের উপর বিলীন হইয়া যাওয়া, উহার মুহাব্বাতে নিজের জান ও মাল, মান ও মর্য্যাদা উৎসর্গ করা কে নিজের ঈমানী ফরজ বুঝিবে এবং উহার প্রেমিকগণের প্রতি মুহাব্বাত, উহার দুশমনদিগের প্রতি দুশমনী একান্ত জরুরী জানিবে। চিন্তা করুন! কাহার পিতার গালি দেওয়া হইবে এবং ইহা শুনিয়া পুত্রের ক্রোধ না আসিয়া থাকে। তাহা হইলে সঠিক অর্থে সে নিজ পিতার পুত্র নহে। অনুরূপ যদি নবীর সম্মানে বে আদবী হয় এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

উম্মাত শুনিয়া নিরব হইয়া যায়, এই বে আদবের প্রতি ঘৃনা ও অশ্রোদ্ধা প্রকাশ না করে তাহা হইলে এই উম্মাতও সঠিক অর্থে অবশ্যই উম্মাত নহে। বরং একটা মৌথিক দাবী করিয়া থাকে। যাহা অবশ্যই গ্রহণ যোগ্য ন.হ। এই পুস্তিকাতে প্রসঙ্গত কিছু মানুষের বে আদবী মুলক উক্তি আসিয়া গিয়াছে। মুসলমান শান্ত দিলে পাঠ করিবেন এবং ফয়সালা করিবেন এবং নিজের সাচ্চা ঈমাণের সঙ্গে ইন্সাফ করিবেন যে, এই প্রকার মানুষের সহিত মুসলমানদিগের কি সম্পর্ক রাখা উচিৎ। পক্ষ পাতিত্ব না কনিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বলা এবং এই কথা স্বরণও রাখা যে, যদি কাহার ব্যক্তিত্ব ও মৌলবী হওয়ার দিকে লক্ষ করিয়া উহার পক্ষ পাতিত্ব করা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিরোধীতা হইবে। নবীর বিরোধীতায় বে আদবের পক্ষ পাতিত্ব ও দয়া তোমাদের উপকারে আসিবেনা। অ সাল্লাল্লাহু তাআলা অ সাল্লামা আলা খয়রি খলকিহী সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন অ আলিহি অ আসহাবিহী আজমাঈন বি রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

খাকসার

আব্দুল আজীজ

খাদেমুত্ তুলাবা মাদ্রাসায় আশরাফীয়া
মিসবাহুল উলুম, মুবারকপুর
জেলা—আজমগর।

সমাপ্ত

—ঃ আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরীর অসারতা ঃ—

জেলা উত্তর চব্বিশপরগনা বসিরহাট মহকুমাধীন গোবিন্দপুর গ্রামে আয়নুদ্দীন সাহেবের বাড়ী। ফুরফুরা পন্থী আলেমগণ গোবিন্দপুরী সাহেব কে আলেম বলিয়া স্বীকার না করিলেও গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল হইবার ন্যায় তিনি নিজেকে ফুরফুরা সিলসিলার একজন হোম্রা চোমরা বড় আলেম বলিয়া আস্ফালন করিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া তিনি মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের সুযোগ্য শিষ্য ও অন্যতম খলিফা বলিয়া গৌরব করিতে সামান্য কম করেন না। ভাব ভঙ্গিমার প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, তিনি সিলসিলার অদ্বিতীয় রত্ন এবং বর্তমানে তাঁহার থেকে বড় আলেম আর কেহ নাই। যেহেতু তিনি তাঁহার ধারনায় সিলসিলার বড় আলেম এবং রুহুল আমীন সাহেবের প্রথম সারির শিষ্য। সেইহেতু নিজের দায়িত্ব পালন করিয়া সিলসিলার স্বপক্ষে পুস্তকাদি লিখিয়া থাকেন। আমি তাঁহার লিখিত দুই এক খানা বই পুস্তক পড়িয়া উপলব্ধী করিয়াছি যে, রুহুল আমীন সাহেবের লিখিত বাংলা পুস্তকগুলি গোবিন্দপুরী সাহেবের বিদ্যার মূলধন। তাঁহার বিদ্যার বহর ও বুদ্ধির গভীরতা খুব বেশী না থাকিলেও অহংকারে তিনি রাজা মহারাজা। উগ্রতা ও হটকারিতা তাঁহার জীবনের বড় বৈশিষ্ট। ১৯৭৮ সালে কলিকাতা নিউ মার্কেট মসজিদে ফুরফুরার মেজহুজুর মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবের সহিত বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনাকালে গোবিন্দপুরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম— লোকটি কেমন? উত্তরে মেজ হুজুর সামান্য দম ধরিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের সমর্থক। কিন্তু ওঁর একটা স্বভাব হইল মানুষের পায়ের উপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

পা তুলিয়া দিয়া ঝগড়া করা। যাহারা গোবিন্দপুরীর সম্পর্কে সমঅবগত আছেন। তাহারা অবশ্যই মেজ হুজুরের কথাটি বাস্তব সত্য বলিয়া মনে করিবেন।– আমি ১৯৭৭ সালে জেলা মুর্শিদাবাদ বহরমপুর এলাকায় ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসাতে শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইবার পর শুনিলাম যে, আয়নুদ্দীন সাহেব নামে ২৪ পরগনা হইতে একজন যবরদস্ত আলেম নওদাপাড়া গ্রামে যাতায়াত করেন। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে যে, আপনি তাঁহাকে চেনেন না? আমি অবাক হইয়া উত্তর দিতে একটু বিলম্ব করিয়া বলিয়া থাকি—না। আবার মনে মনে খুঁজিতে থাকি, এতবড় সুবিখ্যাত আলেমটা কে! আজ পর্যন্ত যাহার দেখাতো দূরের কথা নামটাও পর্যন্ত কানে পড়ে নাই। আবার অনেক সময়ে চিন্তা করিয়া থাকি যে, ফুরফুরার বাৎসরিক ইসালে সওয়াবে প্রায় ঐ পন্থী সমস্ত আলেম কে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আয়নুদ্দীন সাহেব কে দেখা যায় না কেন? মনে হয় তিনি খুব বড় আলেম। যাহার কারণে ফুরফুরায় তাঁহার জায়গা হয়না। দুঃখের বিষয় যে, গোবিন্দপুরীর পরম গুরু তিনি যাহার নাম ভাঙ্গাইয়া পেট পূজা করিয়া থাকেন, সেই মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের ইসালে সওয়াবেও তাঁহার ঠাঁই হয়না।– বেশ কিছুদিন পর ফুরফুরা সিলসিলার সেই মহারথ, রুহুল আমীন সাহেবের উত্তরাধীকারী গোবিন্দপুরীর সঙ্গে সাক্ষাত হইয়া গেল এবং তাঁহার সাহচর্য আমার সুসম্পর্ক গড়িয়া উঠিল কিন্তু তাঁহার বিদ্যা বোঝাই বাক্সটির মুখখানা সব সময়ে বন্ধ করিয়া রাখেন। কোন সময়ে কোন বিষয়ে গভীর আলোচনা করিবার সুযোগ দেন না। ইতি মধ্যে আমি "শেষ সমাধী" নামক একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিলাম। যাহাতে আলমগিরী, হিদাইয়া ও দুরে মুখতার ইত্যাদি কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া লিখিয়াছিলাম যে, মুরদ কে

কবরে কাইত করিয়া শোয়ান সুন্নাত। এই বিজ্ঞাপনটি হইল গোবীন্দপুরী সাহেবের সহিত আমার মতবিরোধের প্রথম সূত্রপাত। তিনি তাঁহার ভক্তবৃন্দের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, গোলাম ছামদানী সাহেব কিতাব বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। তখন আমি তাঁহার সহিত সরাসরি আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তিনি কোন সময় ইহাতে রাজি হইলেন না। গ্রামের মানুষেরা একটি জলসার আয়োজন করিলেন এবং অনেকেই প্রস্তাব রাখিলেন যে, গোলাম ছামদানী সাহেব কে সভাতে নেওয়া হউক। গোবিন্দপুরীর ইংগিতে তাঁহার ট্রেনিং প্রাপ্ত খাস ভক্তরা প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করিয়া জালসার দিন ধার্য করিয়া ফেলিলেন। তথাপীও আমি মাদ্রাসার কিছু ছাত্র ও বহু কিতাব লইয়া জালসায় উপস্থিত হইলাম। ফুরফুরার মাওলানা কুতুবুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের বক্তৃতাকালীন অনেকেই তাঁহাকে লক্ষ করিয়া প্রশ্ন পত্র পাঠাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দপুরী সাহেবের কড়া প্রহরায় একটিও কুতুবুদ্দিন সাহেবের হাতে পড়িল না। সবগুলি নিজের গোডাউনে জমা রাখিলেন। সর্বশেষে গোবিন্দপুরী তাঁহার অমূল্য ভাষণ প্রদান করিতে উঠিয়া বলিলেন যে, কিতাবে কাইত্ও রহিয়াছে, চিত্ও রহিয়াছে। এই বলিয়া তড়িঘড়ি ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই সভা সমাপ্ত করিয়া দিলেন। কিতাবে 'কাইত্ রহিয়াছে' এই কথা শুনিয়া ভক্তরা ভাঙ্গিয়া পড়িল। এলাকার মানুষের মধ্যে নতুন ধারনা জন্মাইল যে, গোলাম ছামদানী সাহেব একেবারে ভুল বলেন নাই কিতাবে কাইত্ও রহিয়াছে। পরে পীর সাহেব মনমরা মুরীদগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, পাহাড়ী এলাকায় যুদ্ধের ময়দানে বিশেষ কারণ বশতঃ শহীদগণ কে কাইত্ করা হইয়াছিল। এই উক্তিটি মুরীদদের জন্য সঞ্জীবনি শুরার ন্যায় কাজ করিল। তাহারা পুনবায় নতুন প্রাণ পাইয়া পূর্বের ন্যায় প্রচার করিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আরম্ভ করিল যে, গোলাম ছামদানী সাহেব কিতাব বুঝিতে পারেন নাই।—কয়েক বৎসর পর নওদাপাড়া গ্রামে গোবিন্দপুরীর গড়ের পার্শেই মাষ্টার আবু জাফর সাহেবের বাড়ীতে আমি আস্তানা করিলাম। আয়নুদ্দীন সাহেব একটু বিপাকে পড়িলেন। তাঁহার মধ্যে চলিয়া আসিল চরম হতাশা। কারণ, তিনি মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিতেছেন যে, এই বার তাঁহার কুঁয়ার পানী জরীফ করা হইবে। গ্রামের নিরপেক্ষ মানুষেরা উদ্যার মানষিকতা নিয়ে চেষ্টা চালাইলেন যে, দুইজন আলেম কে এক সঙ্গে করিয়া মসলাটি মিমাংসা করিয়া লইব। এই প্রস্তাবে আয়নুদ্দীন সাহেব কোন প্রকার সাড়া দিলেন না। ভুতে ধরা মানুষের ন্যায় ভক্তদের মুখ থেকে প্রকাশ হইতে লাগিল যে, ছামদানী সাহেবের ন্যায় ক্ষুদ্র আলেমের সঙ্গে আলোচনায় বসা সভা পাইবে না। সাধারন মানুষ সহজে বুঝিতে লাগিলেন যে, গোবিন্দপুরীর ভাড় বড় কিন্তু ঘি কম। ফাঁপা ঢোলের মত তিনি ভুয়া আওয়াজ করিয়া থাকেন। একদিন গভীর রাতে মৌলবী আকবার আলী ও সুলতান নামে দুই ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন—আপনি কি আয়নুদ্দীন সাহেবের সহিত মীলাদ করিতে পারবেন? আমি বলিলাম, আমার কোন আপত্তি নাই। তিনি কি রাজি হইবেন? সুলতান সাহেব বলিলেন, তাঁহাকে জানিতে দেওয়া হইবে না। আমার ভাই আব্দুল্লাহ তাঁহাকে দাওয়াত করিবেন। পরদিন সন্ধ্যায় মীলাদ আরম্ভ হইবার পূর্বে একজন মানুষ আমাকে বলিলেন, আপনি গোবিন্দপুরীর গর্জণে ভয় করিবেন না।' আমি মৃদ হাসিয়া চুপ রহিলাম। আমি প্রথম বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। আল্লার রহমতে প্রায় দেড় ঘটার উপর অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বহু প্রামাণ্য কিতাব দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলাম যে. মৃর্দাকে কবরে সম্পূর্ণ কাইত করিয়া শোয়ানো সর্ব সম্মতিক্রমে সুন্নাত। এমন কি গোবিন্দপুরীর

গুরু মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের কিতাব 'কাফন দাফনের বিস্তারিত মাসায়েল' হইতেও কাত প্রমাণ করিয়া দিলাম। আয়নুদ্দীন সাহেব যেন প্রমাণাদীর পাহাড় চাপা পড়িয়া গেলেন। তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রায় সবাই ধারণা করিয়াছেন যে. গোবিন্দপুরীর গৌরব আজ শেষ বারের মত বিদায় নিবে। কিন্তু তাঁহার নির্বোধ অন্ধ ভক্তরা এখও পর্যন্ত মনেমনে সাহস বেঁধে আছে যে, তাহাদের গুরু শিলাবর্ষণ না করিয়া ছাড়িবেন না। পরে দেখা গেল যে, শিলা বর্ষণ তো দূরের কথা বিনা বর্ষণে মেঘ বিদায় লইল। গোবীন্দপুরী গম্ভীরভাবে উঠিয়াই 'দুর্রে মুখতার' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া বলিলেন- কবরে চিত করিয়া শোয়ানো অয়াজিব। আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করতঃ কিতাব আনিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। তখন তিনি বিনয়াবনত সহিত বলিলেন, আমি বাহাস করিতে আসিনাই। আমি বলিলাম, তাহাহইলে প্রসঙ্গ ত্যাগ করুন। তিনি ইহাতে সম্মত হইয়া ৮/১০ মিনিটের মধ্যেই সভা সমাপ্ত করিয়া স্বস্তির শ্বাস ফেলিলেন। দমকা হাওয়াতে শুকনো পাতাগুলি যেমন বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায়। তেমনই গোবিন্দপুরীর ভক্তের সংখ্যা কম হইয়া গেল। —কিছুদিন পর গোবিন্দপুরীর এক পুরাতন ভক্ত ব্যাঙ্কের গুপ্ত প্রসঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করিলেন কারণ, তাঁহার নিকট ঐ প্রকার টাকা কিছু রহিয়াছে। আমি বলিলাম, আয়নুদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি বলিলেন, জিজ্ঞাসা করিতে গেলেই টাকাগুলি উনি নিজেই নিয়ে চলিয়া যাইবেন। বিভিন্ন মানুষের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, আয়নুদ্দীন সাহেবের নিকট একটি ফতোয়ার ম্যাশিন রহিয়াছে। তিনি যে সমস্ত জিনিষ না জায়েজ ও হারাম বলিয়া ঘোষণা করেন, আবার সেই জিনিষ গুলি ঐ মেশিন দ্বারা হালাল করিয়া নিজেই ভক্ষণ করেন। গ্রামে গুঞ্জন শুরু হইয়া গেল যে, গোলাম ছামদানী

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহেব ব্যাঙ্কের সুদ জায়েজ করিয়া দিয়াছেন। শিষ্যরা গুরুর সহিত যোগাযোগ শুরু করিলে তিনি হারাম বলিয়া হুংকার ছাড়িলেন। কিন্তু ময়দানে আসিতে নারাজ। তবে সুদের মসলায় শিষ্যরা গুরুকে আদৌ অনুস্বরন করিয়া চলেনা। —ইহার পর আরো একটি মসলা প্রচার হইল যে. খুতবার আজান মসজিদের ভিতর দেওয়া চলিবেনা। বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। আমি মসলাটি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলাম। পরাপর তিন জুমা বাহিরে আজান হইয়া গেল। গ্রামের মানুষেরা উচ্চ বাচ্চ করিল না। গোবিন্দপুরীর কয়েকজন বিচক্ষণ শিষ্য চিন্তা ভাবনা করিরা দেখিল যে, ইহা মানিয়া লইলে পীর সাহেব পচিয়া যাইবে। তাহারা হৈ চৈ আরম্ভ করি া দিল। —একদিন শুক্রবার আয়নুদ্দীন সাহেব খুতবা পাঠ করিবার জন্য মিম্বারে বসিলেন। আজও আজান বাহির হইয়া গেল। তিনি কাতর হইয়া খুতবা খতম করিলেন। মুরীদেরা মর্মাহত হইয়া পড়িল। নামাজ শেষে মসজিদের ইমাম সাহেব ঘোষনা করিয়া দিলেন যে, আপনারা কেহ যাইবেন না। মাওলানা সাহেব মসলাটির মিমাংসা করিয়া দিবেন। ডাক্তার মনিরুদ্দীন সাহেব সভাপতি হইলেন। এখন পর্যন্ত আয়নুদ্দীন সাহেবের অত্তা টের পায় নাই যে, আমি সেখানে উপস্থিত আছি। হঠাৎ জনৈক হাজী সাহেব বলিলেন, এখানে গোলাম ছামদানী সাহেব আছেন। তাঁহাকে বলিতে দিতে হইবে। বেচক্র দেখিয়া চেলাচমেণ্ডরা বলিলেন, আজ আমরা গোলাম ছামদানী সাহেবের নিকট হইতে কিছু শুনিবনা। আয়নুদ্দীন সাহেব সাফ বলিয়া দিলেন, যেখানে ছামদানী সাহেব থাকিবেন, সেখানে আমি কিছু বলিবনা। এই সময় তাঁহার মুখেতে মলীনতা, মনেতে দুর্বলতা এবং সমস্ত দেহেতে ক্লান্তি বিরাজ করিতেছিল। আমি সভাপতির অনুমতি লইয়া কিছু বলিবার জন্য দাঁড়াইলাম।

এই মুহূর্তে আয়নুদ্দীন সাহেবের জনৈক শাগরেদ তাঁহার হাত ধরিয়া টানদিয়া বলিলেন, চলুন আমরা এখানে থাকিবনা। বেচারা এই সুযোগের অপেক্ষায় চরম চিন্তিত ছিলেন। সুযোগটি পাইয়া পিঞ্জেরা হইতে পাখি পালাইবার ন্যায় নিমেষেই গুরু শিষ্য সবাই গায়েব হইয়া গেলেন। মসজিদভরা প্রায় শতেক মানুষ গোবিন্দপুরীর গায়েব হইবার দৃশ্যটি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন। —বর্তমানে এই গ্রামের প্রায় সমস্ত মানুষ তাঁহার থেকে দূরে সরিয়া গিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মধ্যে আমুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে, আয়নুদ্দীন সাহেব প্রায় সুদীর্ঘ ৪০ / ৪২ বৎসর সিংহরাশি লইয়া যাতায়াত করিয়াছেন। বর্তমানে বিড়াল রাশি অবলম্বনে মিয়াঁও মিয়াঁও করিতেছেন। সাধারণ মানুষ তাঁহাকে সালাম পর্যন্ত দিতে সাহস পাইত না। বর্তমানে নিজেই সাধারণ মানুষ কে সালাম দিতে কসুর করিতেছেন না। যাহার মীলাদের প্রয়োজন হইলে দালাল ধরিতে হইত এবং দালালের মাধ্যমে তাঁহার দক্ষিনা ও খাবারের আইটেম জানিতে হইত। বর্তমানে তিনি নিজেই মীলাদের জন্য দালাল বহাল করিয়া রাখিয়াছেন। খাবারের প্রতি খুব চাহিদা নেই। কেবল নজরানা মনমত পাইয়া গেলে সন্তুষ্ট হইয়া যান। কাহার বাড়ী ত রেডিও থাকিলে তিনি তাহার বাড়ীতে খাইতেন না। বর্তমানে কাহার বাড়ীতে সকাল সন্ধায় হারমনিয়ম বাজিলেও তাহার বাড়ীতে খাইতে দ্বিধা করিতেছেন না। মীলাদ আরম্ভ করিলে সময়ে সিনাতে, সময়ে টেবিলে হাত চাবড়াইয়া বলিতেন, লিখিয়া রাখুন। বর্তমানে ঐ সব ভঙ্গিমা আর কিছুই নাই। সামান্য কয়েক জন ভক্ত 'ভাঙ্গিয়া যাই তো মোচকাইনা অবস্থায়' তাঁহার লেজ ধরিয়া থকিলেও সবাই মনে মনে মর্মাহত।

হঠাৎ গত আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে আয়নুদ্দীন সাহেব একখানা পুস্তক লইয়া আসিয়াছেন তাঁহার পুরান রাজধানী নওদা

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাড়া গ্রামে। পুস্তকটির নাম দিয়াছেন * 'আহমদ রেজার অসারতা'। আমি উহা সংগ্রহ করতঃ দেখিলাম যে, আমার প্রকাশিত [] ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকার প্রতিবাদে পুস্তকটি প্রনয়ণ করিয়াছেন। এলাকার যে সমস্ত মানুষের হাতে যাচিয়া বই দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বলিয়াছেন যে, গোবিন্দপুরীর বই বুঝিতে পারিতেছিনা। আমি নিজেই আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, পুস্তকটি অত্যন্ত প্রাণহীন। তিনি প্রতিবাদের নামে প্রহসন করিয়াছেন মাত্র। পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্তভাবে ইহার কয়েকটি নমুনা প্রদান করিতেছি।

আমি 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ও 'ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ' পুস্তিকায় পরিস্কার উল্লেখ করিয়াছি যে, সুদ হারাম এবং যে উহা হালাল বলিবে সে কাফের হইবে। সেই সঙ্গেই কোরআন, হাদীসের আলোকে এবং উলামায়ে ইসলামের উক্তি ও বিভিন্ন প্রকার যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ সুদে গণ্য নহে। ইহার প্রতিবাদে গোবিন্দপুরী সাহেব তাঁহার পুস্তকের ৪র্থ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— "কোরআন ও হাদীছ হইতে অকাট্য দলীলে সুদ হারাম প্রমানিত হইয়াছে। তাহার সূত্র বাহির করিয়া হালাল প্রমাণ করিতে যাওয়া সুদের দ্বার উন্মুক্ত করা ভিন্ন আর কিছুই নয়।" ইহার মাত্র তিন লাইন উপরে গোবিন্দপুরী সাহেব লিখিয়াছেন—"এমাম আজম আবু হানিফা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, দারোল হরবের কাফেরের নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করা জায়েজ"। আবার তিনি দুই পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— "হাদিছে আছে সুদ ইহবেনা— দারোল হরবে"।— পাঠকবৃন্দ নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, গোবিন্দপুরীর উক্তি অনুযায়ী যে সুদ কোরআন ও হাদীস

হইতে অকাট্য ভাবে হারাম প্রমাণীত হইয়াছে। ইমাম আবু হানিফা আলাইহির রাহমাত সূত্র বাহির করিয়া সেই সুদ কে হালাল করিয়া দিয়াছেন। কেবল ইহাই নয় বরং স্বয়ং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামও হারাম কে হালাল করিয়া দিয়াছেন। (শতশতবার নাউজুবিল্লাহ) আয়নুদ্দীন সাহেবের কলমে ইমাম আবু হানিফা ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কেহই রেহাই পাইলেন না। গোবিন্দপুরী সাহেব! পেট পুজা করিবার জন্য পুস্তক প্রণয়ণ না করিয়া ফুট্পাতে ঔষধ বিক্রয় করা আপনার উচিত ছিল। – আমি আমার পুস্তিকা ও পত্রিকাতে দৃঢ়তার সহিত সুন্দরভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, ভারতবর্ষ 'দারুল ইসলাম'। এতদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে 'দারুল ইসলাম' প্রমাণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে যাওয়া গোবিন্দপুরীর চরম মুর্খামি করা হইয়াছে। গোবিন্দপুরী ধারনা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ কে দারুল ইসলাম প্রমাণ করিতে পারিলেই মনে হয় কিল্লা ফতেহ হইয়া যাইবে। তাই তিনি বারবার ভারতবর্ষ 'দারুল ইসলাম' বলিয়া চিৎকার করিয়াছেন। ভারত 'দারুল ইসলাম' হওয়া সত্তেও এখানকার অমুসলিমরা যে হারবী কাফের তাহা জ্ঞানী গোবিন্দপুরী আদৌ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারনায় দারুল ইসলামে হারবী কাফের থাকিতে পারেনা এবং দারুল ইসলামে হারবী কাফেরের নিকট হইতে সুদ নেওয়া জায়েজ নয়। তবে দারুল হরবে কাফেরদের নিকট হইতে সুদ নেওয়া জায়েজ বলিয়া গোবিন্দপুরি নিজেই স্বীকার করতঃ চার পৃষ্ঠায় লিখয়াছেন যে, "দারুল হরবে হওয়া চাই"। —

– কোরআনের কোন বিধান কোন দেশের জন্য খাস হইতে পারেনা। কোন দেশ 'দারুল ইসলাম' হইলে সুদ হারাম হইবে এবং কোন দেশ 'দারুল হরব' হইলে সুদ হালাল হইবে, ইহা

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের বিধান নহে। ইসলামের অভিমত ইহাই যে, হারবী কাফেরের নিকট হইতে সুদ নেওয়া জায়েজ। (যাহা মূলতঃ সুদ নয়) চাই দারুল হরবে হউক অথবা দারুল ইসলামে হউক। সুদ না হইবার জন্য দারুল হরব হওয়া শর্ত নয়। যেমন কোরআনে বলা হইয়াছে —

"তোমারা দ্বিগুন সুদ খাইওনা"। উহার অর্থ এই নয় যে, তুলনা মূলক কম সুদ খাওয়া চলিবে। কোন কোন কিতাবে দারুল হরবের কথা এই কারণে বলা হইয়াছে যে, সেই যুগে দারুল ইসলামে হারবী কাফের বাস করিত না। যে সমস্ত হারবী কাফের দারুল ইসলামে আসিত। তাহারা বাদশার অনুমতি লইয়া সাময়িক কালের জন্য আসিত। প্রকাশ থাকে যে, হারবী কাফের মুসলিম বাদশার অনুমতি লইয়া সাময়িক কালের জন্য দারুল ইসলামে আসিলে উহার নিকট হইতে সুদ গ্রহন করা হারাম। যেমন জিজিয়া প্রদানকারী কাফেরের নিকট হইতে সুদ নেওয়া হারাম। মোট কথা কাফেরের নিকট হইতে একটাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া হালাল হইবার জন্য 'দারুল হরব' হওয়া শর্ত নয়। বরং হারবী হওয়া শর্ত। কিন্তু বেচারা গোবিন্দপুরী হারবী কাফেরের সংজ্ঞা জানেন না। বর্তমানে তাঁহার বয়স প্রায় আশির কাছে। অন্যথায় তাঁহাকে কোন মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হইয়া পড়াশুনা করিতে পরামর্শ দিতাম। আয়নুদ্দীন সাহেবের উচিত যে, কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট শামী কিতাবখানা লইয়া সুদের অধ্যায়টি ভাল করিয়া বুঝিয়া নেওয়া। তবে আমার 'ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ' পুস্তিকাটি তাঁহার যথেষ্ট সহায়তা করিবে। — বর্তমানে ভারতের অমুসলিমদিগকে জিজিয়া প্রদানকারী 'জিম্মী কাফের' প্রমাণ করিবার জন্য গোবিন্দপুরী সাহেব ৬পৃষ্ঠায় অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের লেখা 'আওরঙ্গ জেবের জীবনী হইতে উদ্ধৃতি দিয়া

লিখিয়াছেন—"অমুছলমানদের উপর জিজিয়া বা প্রতি ব্যাক্তির উপর ধার্য্য কর"। ইহার পর ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষের অমুছলমানগণ জিম্মি উহাতে কোনই সন্দেহ থাকিল না। অতএব ভারতবর্ষে কি হিন্দু, কি খৃষ্টান কাহার নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করা হালাল নয় অর্থাত হারাম ও ব্যাঙ্ক হইতে সুদ গ্রহণ করা হারাম।" —আমি 'ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ' পুস্তিকায় তিন প্রকার কাফেরের সংজ্ঞা ও জিজিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এবং 'তাফসীরাতে আহমাদীয়া' হইতে প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, ভারতের অমুসলিমরা হারবী কাফের। তাফসীরাতে আহমাদীয়ার লেখক আল্লামা আহমাদ মোল্লাজিওন আলাইহির রহমাত ছিলেন বাদশা আলমগীরের উস্তাদ। তিনি তাঁহার তাফসীরে ৩০০ পৃষ্ঠায় মোঘল যুগের অমুসলিমদিগের সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, "ইহারা হারবী। তবে একমাত্র আলেমগণ ইহা বুঝিতে পারিবেন"। সাধারন কথায় বলা হয় যে, 'সব সময় মধু মধুর কথা চলেনা'। আয়নুদ্দীন সাহেব এমনই জাহেল যে, এই সাধারণ বোধটুকু তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি একজন জগৎ বিখ্যাত আলেমের উক্তিকে উপেক্ষা করিয়া একজন অমুসলিম হিন্দু যদুনাথ সরকারের উদ্ধৃতি দিয়া ভারতের অমুসলিমদিগকে 'জিম্মী' প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। গোবিন্দপুরীকে দুর হইতে বুঝানো সম্ভব নয়। যদি কোন দিন নিকটে পাওয়া যায় তাহা হইলে জিম্মী ও হারবী কাহাকে বলা হয় বুঝাইয়া দিব। পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিতেছি। —

ইসলামের দৃষ্টিতে কাফের তিন প্রকার। ১) যে কাফের মুসলিম বাদশার নিকট অনুমতি লইয়া সাময়িক কালের জন্য দারুল ইসলামে প্রবেশ করে, তাহাকে 'মুস্তামান' বলা হয়। ২) যে কাফের মুসলিম বাদশার সহিত চুক্তির মাধ্যমে জিজিয়া প্রদান

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিবার শর্তে দারুল ইসলামে স্থায়ীভাবে বাস করে, তাহাকে 'জিম্মী' বলা হয়। ৩) যে কাফের মুসলিম বাদশার অনুমতি লইয়া সাময়িক কালের জন্য দারুল ইসলামে প্রবেশ করে নাই অথবা দারুল ইসলামে স্থায়িভাবে থাকিবার জন্য মুসলিম বাদশার সহিত কোন প্রকার চুক্তি করেনাই, তাহাকে 'হারবী' বলা হয়। ইসলাম প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার কাফেরের নিকট হইতে সুদ নেওয়া হারাম ঘোষণা করিয়াছে এবং তৃতীয় প্রকার হারবী কাফেরের নিকট হইতে একটাকা দিয়া দুই টাকা নেওয়া হালাল বলিয়া দিয়াছে। বর্ণিত তিন প্রকার কাফেরের সংজ্ঞা সামনে রাখিয়া বিবেচনা করিলে দিবালোকের ন্যায় জানা যায় যে, ভারতের অমুসিলমরা অবশ্যই হারবী। কারণ ইহারা মুসলিম বাদশার অনুমতি লইয়া সাময়িক কালের জন্য ভারতে প্রবেশ করে নাই অথবা মুসলিম বাদশাকে জিজিয়া প্রদান করিবার শর্ত ভারতে বাস করিতেছেনা। অতএব ইহাদের মুস্তামান অথবা জিম্মী প্রমাণ করিতে যাওয়া চরম পর্য্যায়ের মুর্খামি ছাড়া কিছুই নয়।

– আইনুদ্দীন সাহেব ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন - "গোলাম ছামদানি ওহাবিদিগের ১ নং দালাল"। — অত্যাচারী লাঠিবাল যেমন দৌহিক শক্তিতে কথা বলিয়া থাকে। গোমরাহ গোবিন্দপুরীর অবস্থা তদ্রুপ। তিনি বিনা প্রমাণে আমাকে "ওহাবীদিগের ১ নং দালাল" বলিয়া দিয়াছেন। আমি ওহাবীদের ভ্রান্ত ধারনা সম্পর্কে একাধিক বিজ্ঞাপণ ও পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছি। এবং ওহাবীদের অমুসলমান বলিয়া মনে করি। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি যে, বর্তমানে আয়নুদ্দীন সাহেব ওহাবীদের ১ নাম্বারের দালাল। কেবল ইহাই নয়, গোবীন্দপুরীর গুরু ওহাবীদের দালালী করিয়া গিয়াছেন। গোবীন্দপুরীর সিলসিলার জন্মলগ্নেও ওহাবীয়াতের গন্ধ রহিয়াছে। যাহা আমার পত্রিকায় প্রমাণ করিয়া দিয়াছি। প্রয়োজনে আরো প্রমাণ করিয়া দিব।

যদি আয়নুদ্দীন সাহেব প্রকৃত পক্ষে ওহাবীদের দালাল না হন, তাহা হইলে ওহাবীদের অমুসলমান বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিন।

– গোবীন্দপুরী দেওবন্দীদের হক্ব পন্থী প্রমাণ করিবার জন্য ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "দেওবন্দীগণ ধ্বংস না হইয়া দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে"।

– গোবীন্দপুরীকে উলঙ্গ করিয়া চৌরঙ্গীতে দাঁড় করাইয়া দেওয়াই ছিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি নিজেই উলঙ্গ হইয়া চৌরঙ্গীতে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহাকে জানাই শত শত বার ধন্যবাদ। কারণ, গোবিন্দপুরীরা প্রকৃত পক্ষে ওহাবী দেওবন্দী। কিন্তু আহলে সুন্নাতের পোষাক ধারণ করিবার কারণে ইহাদের চেনা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন হইতেছিল। বর্তমানে ইহারা পোষাক পরিবর্তন করিয়া আসল রূপ দেখাইতেছেন। মোনাফেকী নীতি অবলম্বনে এতদিন পর্যন্ত দেওবন্দীদের বিরোধীতা করিয়া ঝুলি ভরিয়াছেন। আজ সমাজকে দেওবন্দী বানাইবার চেষ্টা করিতেছেন। যদি দেওবন্দীরা প্রকৃত হক্ব পন্থী হন, তাহালে বিলম্ব না করিয়া লোটা কম্বল ঘাড়ে লইয়া দেওবন্দীদের সহিত তাবলীগে বাহির হইয়া যান। গোবীন্দপুরীর শেষ জীবনে শিয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় সিনাতে হাত মারিয়া হায় দেওবন্দী হায় দেওবন্দী বলিয়া মাতম করিতে হইবে। – গোবিন্দপুরী ৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন 'আমি চ্যালেঞ্জ করিতেছি মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগকারী গোলাম ছামদানিকে মুর্শিদাবাদ ইসলামপুরে উপস্থিত করিবেন আমি খোদার ফজলে তাহার মিথ্যাবাদীতা প্রমাণ করিয়া দিব"। —গোবিন্দপুরীর বইটি পাইবার ২ / ৩ দিন পর তাঁহাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম। পত্রটি তাঁহার এক বিশেষ ভক্তের হাতে পড়িয়াছে। পত্রটির ভাষাছিল নিম্নরুপ। "আপনি 'আহমাদ রেজার অসারতা' নামক পুস্তিকার ৩০ পৃষ্ঠায় আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করিবার জন্য চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। অতএব আপনি সাত দিনের মধ্যেই যে কোন দিন ধার্য করিয়া পত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাহকের নিকট লিখিতভাবে জানাইয়া দিন। যদি আপনি দিন দিতে না পারেন, তাহা হইলে নিঃ সন্দেহে আপনার চ্যালেঞ্জ ভুয়া এবং আপনি মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড। তবে আমার পুর্ণ বিশ্বাস যে, কোন প্রকার কারণ দর্শাইয়া আপনি পলায়ণ করিবেন"।

— পরিশেষে ফুরফুরা পন্থীদিগের অবগতির জন্য গোবিন্দপুরীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম। তিনি ফুরফুরার পীর সাহেবদিগের সম্পর্কে লিখিয়াছেন, ফুরফুরার অন্যান্য সাহেব জাদাগণ যেভাবে আবোল তাবোল বলে ওয়াজ ও ফাৎওয়া জারি করতে শুরু করেছে তাতে আমাদের মনে হয় তাদের কে সত্তরই বহরমপুর অথবা আসামের তেজপুরের পাগলা গারদে পাঠিয়ে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। অন্যথায় বাংলার সুন্নাতুল জামায়াতকে তারা নরকে না পাঠিয়ে ছাড়বেনা। আমরা আশাকরি এখনও যদি তারা সোজা পথে না চলে তবে বাংলা তথা পাক ভারতের মানুষ আর এত মুর্খ নয় যে শুধু পীর খান্দানের দোহাই দিয়ে যে কথাই বলবে তা অন্ধের মত বা কলুর বলদের মত শুনবে। সেদিন আর বাংলায় নেই। একথা তাদের স্বরণ রাখা উচিৎ। (তারদিদোল হালেদীন ৫১- ৫২ পাতা, সংগৃহীত বজ্র কলম পৃঃ ১২) গোবিন্দপুরী সাহেবের উক্তি হইতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, ফুরফুরার পীর আবু বাকার সিদ্দিকী সাহেবের চার সাহেবজাদা বাংলার মানুষ কে জাহান্নামে লইয়া গিয়াছেন। এবং মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবও মানুষকে জাহান্নামে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কারণ ইহাদের কাহার বহরমপুর অথবা তেজপুরের পাগলা গারদে ভর্ত্তি করিয়া চিকিৎসা করা হয় নাই। যদি আপনারা কোন দিন আয়নুদ্দীন গোবীন্দপুরী সাহেব কে ফুরফুরার বর্তমান সাহেব জাদাগণের সঙ্গে কোন জালসায় দেখিতে পান, তাহা হইলে উপরের উক্তিটি উভয়কেই অবশ্যই দেখাইয়া উত্তর চাহিবেন।

❁ সমাপ্ত ❁

॥ মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী ॥ ১৫/৮/৯২

শয়তানের সেনাপতি

প্রেসের কাজ সমাপ্ত হইবার মাত্র দুই দিন পূর্বে ৩০/১০/৯২ শুক্রবার সন্ধ্যায় জনৈক ব্যক্তি 'রেজাখানী ফিৎনা' নামক একটি পুস্তিকা আনিয়া দিলেন। লেখক মৌলবী শামসুর রহমান ঘাসিপুরী সাহেব, মুর্শিদাবাদ। পুস্তিকা আমার বিরুদ্ধে লেখা হইয়াছে বলিয়া ধারনা হইলেও আমার মনে বিন্দু মাত্র রেখা পাত করে নাই। কারণ, তিনি ৮৯ সালে আমার বিপক্ষে 'ঐক্য বদ্ধ প্রতিরোধ নামক একখানা পুস্তিকা লিখিয়া ছিলেন। অনুরুপ তাঁহার গ্রামের আরো একজন মৌলবী ইসামাইল সাহেবও একখানা বিজ্ঞাপন লিখিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহারা কোন সুশিক্ষিত মানুষের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাহাদের গ্রামের এবং এলাকার বহু মানুষ তাঁহাদের পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপণ পাঠ করিয়া যারপর নয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সত্য বলিতে কি ! অনেকেই তাঁহাদিগকে অসামাজিক, ইতোর ইত্যাদি বলিয়া ধিক্কার দিয়াছেন। কোন নিরপেক্ষ মানুষ তাঁহাদের বিজ্ঞাপণ ও পুস্তিকা পাঠ করিলে আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। কারণ, শত্রুর সহিত সামাজিক ভাবে কথা বলিতে হইলে ভাষাগত দিক দিয়া সম্মান দিতে হয়। এই নির্বোধদ্বয়ের মধ্যে সেই বোধ টুকুও নাই। আষাঢ় মাসে চাষারা লাঙ্গল চালাবার সময় যেমন ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহারা সেই প্রকার ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন শামসুর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন যে, " গোলাম ছামদানীকে বলছি যদি তুমি বাপের বেটা হও এবং মায়ের দুধ খেয়ে থাকো তাহলে যে গুলি তুমি লিখেছ সেগুলি প্রমাণ করার জন্য মেরুদণ্ড সোজা করে এগিয়ে এসো। দৌলতাবাদ, ছয়ঘরী কিংবা ইসলামপুরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে কোন দিন তুমি আসতে পারো"। (ঐক্য বদ্ধ প্রতিরোধ দ্রঃ) অনুরূপ ইসমাইল সাহেব বিজ্ঞাপণে লিখিয়াছেন— "হে ছামদানী নৈমুদ্দিন! বুকের পাটা থাকলে দিন ধার্য্য করে জ্ঞানীদের সমাবেশে এসে প্রমাণ কর। সম্মুখ সমরে এস"। মানুষের শত সমালোচনার পরেও ইহারা নিজেদের ভুল বুঝিতে পারেন নাই তাই অনুতপ্ত না হইয়া আরো দৃঢ়তার সহিত 'রেজাখানী খিৎনা' পুস্তিকায় শামসুর রহমান সাহেব লিখিয়াছেন— "আমি চ্যালেঞ্জ কর্তাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে ছিলাম। কারণ একজন বেদাতী কে এর চেয়ে বেশি সম্মান দেওয়া যায়না"। —যেহেতু আমি তাঁহার ধারণায় বেদাতী। সেহেতু আমাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। আমার ধারনায় শামসুর রহমান সাহেব কিন্তু ওহাবী। তাহা হইলে আমি কি তাঁহাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিব? যিনি আমাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি। কিন্তু ইহাতে শান্তি বলিয়া কিছুই থাকিবে না। কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ ইহা সমর্থন করিবেনা। আর সত্যিই যদি 'আমাকে' ইহার থেকে বেশী সম্মান না দেওয়া যায়। তাহা হইলে ১১/৫/৯২ সোমবার কাশীম নগরের বাহাস সভাতে আমাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন কেন? ভুল করিয়া? না ভয় করিয়া? আমার মনে হয় সে দিন 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়া সৎসাহসিকতার পরিচয় দেওয়া উচিৎ ছিল। শত শত মানুষ আপনার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিত। অথবা আপনাকে উচিত শিক্ষা প্রদান করিত। আগামী দিনে যদি ঐ প্রকার কোন সুযোগ আসিয়া যায়। তাহা হইলে ভুল করিবেন না, ভয় করিবেন না। 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিবেন। তাহা হইলে আপনার দৈহিক কোন ব্যাথা বেদনা বা অসুস্থতা থাকিলে ইঞ্জেকশন, ব্যাপশুল ইত্যাদি ব্যবহার

করিতে হইবেনা। সাধারণ মানুষ লাঞ্ছনা ভৎসনা ও প্রয়োজনে লাথি চড় কিল ঘুঁশি দিয়া ভাল চিকিৎসা করিয়া দিবেন। পাঠকবৃন্দের অবগতির জন্য লিখিতেছি। গত ৩/৮/৯২ তারিখে আমার মাদ্রাসার আলিম ২য় বর্ষের ছাত্র মোঃ আব্দুল হক মারফত শামসুর রহমান সাহেব কে নিম্নরূপ ভাষায় পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমি অত্যন্ত উদরতা ও সৎ সাহসিকতার সহিত আপনাকে জানাইতেছি। আপনি আগামী ৫/৮/৯২ বুধবার বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা পর্যন্ত যে কোন সময় ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসায় চলিয়া আসুন। ইনশা আল্লাহ, আমি আমার বিজ্ঞাপনে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা প্রমাণ করিয়া দিব। যদি আপনি আঁসেন তাহা হইলে পত্র বাহকের নিকট লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন। অন্যথায় আপনি আসিবেন না বলিয়া মনে করিব"। —ইহার উত্তরে তিনি আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং নিরাপত্তার অভাব দেখাইয়া আসিতে অস্বীকার করিয়াছেন। —শামসুর রহমান সাহেব ও ইসমাইল্য সাহেব কে আমরা ভাল পাত্তার ছেপাহী তুল্য মনে করিয়া থাকি। ইহাদের চ্যালেঞ্জ আমাদের দেহের লোম পর্যন্ত নড়েনা। তবে কিছু নির্বোধ ইহাদের ভুয়া চ্যালেঞ্জের উপর নির্ভর করিয়া পাড়ায় পাড়ায় অপ প্রচার চালাইয়া থাকে। গত ২৬/৫/৯১ মঙ্গলবার কাপাশ ডাঙ্গার বাহাস বয়কট হইবার পর এলাকার হাজার হাজার মানুষ দেওবন্দীদের চ্যালেঞ্জের সত্যতা, বিদ্যার গভীরতা ও ময়দানে উপস্থিত না হইবার সুকৌশলতা উপলব্ধি করিয়াছেন। পশ্চিম বাংলায় দেওবন্দীদের ধর্মীয় চরিত্র উলঙ্গ করিয়া দেওয়ার জন্য শতস্ফূর্তভাবে আমরা তাহাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া ছিলাম। মুফতী নজমুদ্দীন রেজবী সাহেব কিবলা 'চলুন মোনাজারাতে যাই' নামক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি নির্দিষ্ট দিনে শতাধিক কিতাব লইয়া সকাল পাঁচটার সময় কাপাশ ডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। আল্লামা জহুর আলাম সাহেব কিবলা, শায়খুল হাদীস আল্লামা অয়েজুল হক সাহেব কিবলা ও আল্লামা উসমান গণী সাহেব কিবলা এবং আরো বহু উলামায়ে কিরামগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেওবন্দী পক্ষের মাওলানা আজিজুল হক কাসেমী মেদিনীপুরী সাহেব হইতে আরাম্ভ করিয়া একটি পাখিও পৌছার নাই। ইহাতে পরক্ষ প্রমাণ হইয়াছে যে, দেওবন্দীরা ১১/৫/৯২ কাসীমনগরের বাহাসে চরম পর্য্যায় পরাজিত হইবার পর ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া প্রশাসনের আশ্রয় গ্রহন করতঃ বাহাস বয়কট করিয়াছিল। —শামসুর রহমান সাহেব তাঁহার প্রথম পুস্তিকায় এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করিতে পারেন নাই। কয়েকটি দুর্বল পয়েন্টের উপর নিম্ন শ্রেনীর শিশুদের ন্যায় কিছু আজে বাজে প্রশ্ন করিয়াছেন মাত্র। যাহার কারণে আমার পত্রিকায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনাই। দ্বিতীয় পুস্তিকাতে, শামসুর রহমান সাহেব যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে শয়তান অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে এবং এই মুহূর্তে যদি দাজ্জল প্রকাশ হয়। তাহা হইলে সে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পতাকাটি শামসুর রহমান সাহেবের হাতে তুলিয়া দিবে। কারণ, শয়তান কখন সত্য বলিতে জানেনা। এবং দাজ্জালের কাজ হইবে প্রতারণা করা। শামসুর রহমান সাহেব এই সব দিক দিয়া অত্যন্ত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাঁহার পুস্তিকায়। খুব তড়িঘড়ির মধ্য ইহার কয়েকটি নমুনা সংক্ষিপ্তভাবে দেখাইতেছি। -- উলামায়ে আহলে সুন্নাত বেরেলবী জামাতকে লক্ষ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যথা :-

১। "সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান কে যারা কাফের বলে ঘোষণা করে"। শয়তানের সন্তুষ্টকারী শামসুর রহমান সাহেব

pdf By Syed Mostafa Sakib

ও ইসমাইল সাহেব বিনা প্রমাণে বেরেলবী জামাত কে কলংক করিতে চাহিয়াছেন। বিশ্ব মুসলিম তো দুরের কথা একজন মুসলমান কে কাফের বলিয়াছেন প্রমাণ করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে দেওবন্দী আলেমদিগের ফতওয়া বাজি দেখিয়া নিন। মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী আবুল কালাম আযাদ সাহেব কে 'গোমরাহ' ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্টাতা স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান কে 'বে দ্বীন, কাফের' এবং মাওলানা শিবলী নো'মানী কে 'কাফের' বলিয়াছেন। (আলবিয়ান মুকাদ্দামায়ে মুশকিলাতুল কোরআন পৃষ্ঠা ৩২ হইতে ৩৪ পর্যন্ত) মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব স্যার সাইয়েদ আহমাদ খান কে 'নাস্তিক' বলিয়াছেন। (আল ইফাদাতুল ইয়াওসিয়া খঃ ৬ পৃঃ ৯৮) মাওলানা হোসাইন আহমাদ নকলী মাদানী সাহেব মুসলিম লীগে অংশ গ্রহণ করা হারাম এবং মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ কে 'বড় কাফের' বলিয়াছেন। (খুতবাতে সাদারাত পৃঃ ৪৮) অনুরুপ মাদানী সাহেব জামায়াতে ইসলামী কে 'জাহান্নামী দল' বলিয়াছেন। (শাইখল ইসলাম নাম্বার পৃঃ ১৫৯) দেওবন্দী আলেমগণ কাদিয়ানী সম্প্রদায় কে 'কাফের' বলিয়াছেন। (আশাদ্দুল আযাব পৃঃ ১৩) আমার একটি উদ্ধৃতি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করুন। অন্যথায় আরো একবার দাজ্জালের বড় ক্যাম্প দেওবন্দ মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হইয়া ট্রেনিং নিয়ে আসুন। জামায়াতে ইসলাম ও মুসলিম লীগের সমর্থকরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, দেওবন্দীদের সহিত তাহাদের কেমন সম্পর্ক রাখা উচিৎ।

২. "যারা শির্ক ও বেদাতের পৃষ্ঠপোষকতা করে"। – শামসুর রহমান সাহেব তো 'ধুল্কা ফুল'। দেওবন্দের জণ্ম লগ্ন হইতে আজ পর্যন্ত কেহ 'শির্ক ও 'বেদাত' এর স্বঠিক অর্থ জানেন না। আমরা যে অর্থ করিব তাহা নতশিরে মানিয়া লইতে হইবে।

অন্যথায় আমরা উহাদিগকে মুশরিক ও বেদাতী প্রমাণ করিয়া দিব। আপনি শিরক ও বেদাতের একটি নমুনা পেশ করিলেন না কেন? ৩) "যারা সুদ কে হালাল বলে ঘোষণা করে"। অনুরুপ ইসমাইল সাহেব লিখিয়াছেন,—"ভণ্ড সেজে সুদকে চালু করে লুটে পুটে আর কত দিন ওদের টাকা খাবে?" —শয়তানের শিষ্যদ্বয় কত বড় মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। আমি 'ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গে পুস্তিকায় পরিস্কার লিখিয়াছি যে, সুদ হারাম এবং যে হালাল বলিবে সে কাফের হইবে। কিন্তু ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ সুদে গণ্য নহে। ইহা কেবল বেরেলবীদিগের ফতওয়া নয়। বরং "দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতি সাহল সাহেবও এই কথা বলিয়াছেন"। (রিয়াজুল জান্নাহ পৃঃ ১৫, সেপ্টম্বর সংখ্যা; ১৯৮৯ সাল) —৪) "এরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে 'আলিমুল গায়েব' মনে করে"। —ইল্মে গায়েব সম্পর্কে 'ইমাম আহমাদ রেজা' ২য় সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলইহি অ সাল্লামের খোদা প্রদত্ত 'ইল্মে গায়েব' ছিল। আমরা হুজুর কে 'আলিমুল গায়েব' কোন সময় ভুলেও বলিনা। তাই তিনি কোন উদ্ধৃতি দিতে পারেন নাই। শয়তানের সেনাপতি শামসুর রহমান সাহেব 'ইল্মে গায়েব' অস্বীকার করিয়া থাকেন। আবার নিজেই বেরেলবীদিগের মনের খবর রাখেন। ৫)—"প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে এরা হাজের নাজের বলে। প্রিয় নবী কে এরকম মনে করা স্পষ্টতই শিরক। এরকম আকিদা থাকলে মানুষ মুশরেক হয়ে যায়।" —মুফতী গোলাম মঈনুদ্দীন সাহেব দেওবন্দী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে 'হাজের নাজের' বলিয়াছেন। (মুতার্জাম মাদাবেজুন নবুওয়াত ১ম খঃ ১২৪ পৃঃ, মাহবুব প্রেস দেওবন্দ হইতে ছাপা) এবং এই কিতাবের সমর্থনে দেওবন্দ

মাদ্রাসার প্রয়াত সম্পাদক কারী তৈয়ব সাহেব স্বাক্ষর করিয়াছেন। যদি হুজুর কে 'হাজের নাজের' বলা শিরক হয়। তাহা হইলে মফতী গোলাম মুঈনদ্দীন সাহেব ও কারী তৈয়ব সাহেব অবশ্যই মুশরিক হইতেছেন। বর্তমানে ইহারা জাহান্নামের কত নাম্বার রুমে বিশ্রাম করিতেছেন তাহা শামশুর রহমান সাহেব কি খবর রাখেন? ফুরফুরার বড় হুজুর আবুল হাই ছিদ্দিকী সাহেবের নির্দেশে ও মাওলানা আহমাদুল্লাহ সাহেবের সযত্নে তদীয় পুত্র আবু মুসা সাহেব কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশীত 'হকিকতে মোহাম্মাদী' পুস্তকের ১৮৩ পৃঃ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কে 'হাজের নাজের' বলিয়াছেন। অনুরুপ মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের সমর্থিত 'আখেরাত রওশন' পুস্তকের ৪৮ পৃষ্ঠায় আছে.....প্রত্যেক মো' মেনের ঘরে হজরতের রুহ হাজের থাকে"। শামসুর রহমান সাহেবের কথা অনুযায়ী রুহুল আমীন সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া বড় হুজুর ও আহমাদুল্লাহ সাহেব সবাই কাফের মুশরিক হইয়া গেলেন। ফুরফুরা পন্থীরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, দেওবন্দীদের সহিত কেমন সুসম্পর্ক রাখা উচিৎ। ৬) "এরা আরো বলে প্রিয় নবী মানুষ আকারে এসে ছিলেন মাত্র। প্রকৃত পক্ষে তিনি মানুষ ছিলেন না।" —হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সম্পর্কে আমাদের ধারনা ইহাই যে, তিনি অবশ্যই মানুষ ছিলেন। তাই বলিয়া তিনি আমাদের মতই মানুষ ছিলেন না। কাফেররা নবীগণ কে বলিত "তোমরাতো আমাদের মতই মানুষ। (সূরা ইয়াসীন)

বর্তমানে দেওবন্দীরা কাফেরদের স্বভাব অবলম্বন করিয়া হুজুর কে নিজেদের মত মানুষ ধারনা করিয়া থাকে। কেবল তাই নয়, ইহারা হুজুর আলাইহিস সালাম কে কখন ভাই আবার কখন বড় ভাই বলিয়া থাকে। যথা খলীল আহমাদ সাহেব লিখিয়াছেন যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিশ্চয় মানুষ হইবার দিক দিয়া সমস্ত আদম সন্তান হুজুরের সমতুল্য। ....."আদম সন্তান হইবার দিক দিয়া যদি কেহ হুজুর কে ভাই বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি দলীলের বিপরীত বলিয়াছে? (বারাহীনে কাতিয়া পৃঃ ৭)

অনুরূপ দেওবন্দীদের পরম পুজনীয় পাঞ্জাবের পাঠান কর্তৃক নিহত, বালাকোটে যাহার কাল্পনিক কবর রহিয়াছে। সেই ইসমাইল দেহলবী সাহেব লিখিয়াছেন— "আউলিয়া আম্বিয়াগণ যত আল্লার নিকটস্থ বান্দা রহিয়াছে। সবাই মানুষ ও অক্ষম বান্দা এবং আমাদের ভাই। কিন্তু আল্লাহ উহাদের বুজর্গী দান করিয়াছেন তাই উহারা বড় ভাই"। (তাকবীয়াতুল ঈমান পৃঃ ৪৮) (শত শত বার নাউজুবিল্লাহ) — ৭, "বেরেলীর বেদাতীরা বলছে – সিজদা দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ সিজদা আল্লার জন্যে আর এক ভাগ সিজদা আলী, আউলিয়া পীর, কবর এদের জন্যে। এবং সিজদা করারও নির্দেশ দেয়" – শামসুর রহমান সাহেব কে শয়তান শত সাবাস দিয়াও খ্যান্ত হইবে না। বরং কোলে বসাইয়া দুই গালে অগনিত চুম্বন দান করিবে। কারণ, তিনি শয়তানের পূর্ণ পদাংক অনুসরন করিয়া মিথ্যা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শয়তানের সাবাস প্রাপ্ত শামসুর রহমান সাহেব কে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, আপনি যেগুলি লিখিয়াছেন সেগুলি ইমাম আহমাদ রেজা অথবা কোন নির্ভর যোগ্য বেরেলবী আলেমের কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়া অবিলম্বে বিজ্ঞাপন করিয়া দিন। ছাপাইবার খরচা আমি বহন করিব। ৮) "বেদাতীরা শুধু কবর পাকা করাই জায়েজ বলে।" শামসুর রহমান সাহেব আপনাদেরই দেওবন্দী শাখা ফুরফুরার বেদাতীরাও কবর পাকা করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। প্রথমে ঘরের গুলি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করুন। এ বিষয় আপনাদের ঘরের পত্রিকা হইতে একটি সংবাদ

পরিবেশন করিয়া ইতি করিতেছি—"হাফেজ মাকবুল আহমাদ দেওবন্দী লিখিয়াছেন' আমরা উলামায়ে দেওবন্দের কবর জিয়ারত করিবার জন্য দেওবন্দে গিয়াছিলাম। জিয়ারতের পর ফিরিবার সময় যখন পুনরায় কবরের দিকে তাকইয়া ছিলাম। তখন আমরা দেখিয়া ছিলাম, চার পাঁচটি কুকুর কবরের উপর দাঁড়াইয়া খেলা করিতেছে। ইহাতে কেবল কবর গুলির বেইজ্জত হয় নাই। বরং ইহা আমাদের জন্য লজ্জার বিষয়।" (নঈ দুনইয়া, সাপ্তাহিক পত্রিকা, সংখ্যা ৫, খঃ ১৯, পৃঃ ১২) দেওবন্দীদের কবর গুলি ভাল করিয়া কুকুরের আড্ডাখানা হউক। ৮) —"বেদাতীদের ফতওয়া হল – মসজিদের বাহিরে আজান দিতে হবে।" আমি 'ইমাম আহমাদ রেজা' প্রথম সংখ্যার হাদিস এবং বহু প্রমান্য কিতাব দিয়া প্রমান করিয়াছি যে, সমস্ত আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়া সুন্নাত। শয়তানের গোলাম সে গুলির উত্তর সংগ্রহ করিতে না পারিয়া 'উহা বেদাতীদের ফতওয়া' বলিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছেন। শামসুর রহমান সাহেব! আপনার চক্ষু হইতে শয়তানী আবরণটি সরাইয়া দেখুন। আপনাদের বুজর্গ আব্দুল হাই লাখনুবী সাহেব জুমার দ্বিতীয় আজান মাসজিদের বাহিবে দেওয়া সুন্নাত বলিয়াছেন। (শরহে বিকায়া খঃ ১পৃ ২০২ টিকা নং ১) ৯। শামসুর রহমান সাহেব দ্বিতীয় পুস্তিকায় লিখিয়াছেন— "বেশির ভাগ মুসলমানের ধারনা এই বেদাতীরা হানাফী"। আবার প্রথম পুস্তিকায় লিখিয়াছেন—উলামায়ে দেওবন্দ খাঁটি সুন্নী হানাফী" — আলহামদুলিল্লাহ! বেশির ভাগ মুসলমান সঠিক ধারনা করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে বেরেলবীগনই হানিফী। বেরেলবীগণ হানিফী মাজহাবের বিপরীত আমল করিয়া থাকেন ইহার ১টি নমুনা লেখক পেশ করিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতেও পারিবেন না। পক্ষান্তরে উলামায়ে দেওবন্দ ওহাবী ও হানিফী মাজহাবের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘোর শত্রু। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত 'ইমাম আহমাদ রেজা' ২য় ও ৩য় সংখ্যায় পেশ করিয়াছি। বর্তমানে দেওবন্দী আলেম ও ছাত্রদের দিকে লক্ষ করিলে অবশ্যই দেখিতে পাইবেন যে, উহারা নামাজে কান পর্যন্ত হাত উঠাইতেছেনা. অনেকেই রাফ'ইয়াদাইন করিতেছে ও নাভির উপরে হাত বাঁধিতেছে। ইহা সমস্ত হানিফী মাজহাবের বিপরীত আমল। ১০) "সম্প্রতি এরা একটি বিজ্ঞাপন ছুড়িয়াছে যাতে বলেছে - ভুঁড়ি খাওয়া হারাম"। - ভুঁড়ি খাওয়া নাজায়েজ। (আনওয়ারুল হাদীস পৃঃ ৩৫৮) উলামায়ে আহলে সুন্নাত সর্ব সম্মতিক্রমে ভুঁড়ি খাওয়া নাজায়েজ বলিয়াছেন। এবিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে 'উঝড়ী কা মসলা' নামক কিতাব খানা পাঠ করুন। দেওবন্দীদের বুজর্গ আব্দুল হাই লাখনবী সাহেব ভুঁড়ি খাওয়া মাকরুহ বলিয়াছেন। (মাজমুয়ায় ফাতাওয়া পৃঃ ৪০২) পেশাব ও পায়খানার দ্বার যদি খাওয়া নাজায়েজ হয়। তাহা হইলে পেশাব ও পাইখানার থলি খাওয়া জায়েজ হইবে কোন্ যুক্তিতে? শামসুর রহমান ইচ্ছা করিলে মূত্র থলি লিঙ্গ গোহ্দ ও অণ্ডকোষও খাইতে পারেন। ইহাতে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। ১১) —"১৯৪৪ সালের ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এর ইন্তিকাল হয়। যিনি বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে দ্বীনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দাওয়াত ও তাবলীগের নামে শুরু করেছিলেন।" — যখন উলামায়ে দেওবন্দ যথা, রশীদ আহমাদ গাংগুহী আশরাফ আলী থানুবী নিজ নিজ কিতাবে ইসলাম বিরুদ্ধ কুফরী আকীদাহ পোষণ করিয়াছিলেন। তখন ইমাম আহমাদ রেজা ইসলামের খাতিরে উহাদিগকে কাফের বলিয়া ফতওয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উক্ত ফতওয়াটি ১৯০৩ সালে "আল মোতামাদুল মোস্তানাদ" নামে পাটনা হইতে ছাপা হইয়াছিল। ১৯০৬ সাল

মক্কা ও মদীনা শরীফের উলামায়ে কিরামগণ গভীর চিন্তা করিবার পর উক্ত ফতওয়াটির সমর্থনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। যাহা "হোসামুল হারামাইন" নামে মুদ্রিত হইয়াছে। অনুরূপ অখণ্ড ভারতের ২৬৮ জন বিজ্ঞ আলেম বিবেচনা করিয়া উক্ত ফতওয়ার সমর্থনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। যাহা ১৯২৭ সালে 'আস্সাওয়ারেমুল হিন্দীয়া' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। দেওবন্দী আলেমগণ এই মহান ফতওয়ার বিপক্ষে ১৯৪৬ সালে ১২ই জুন ফয়জাবাদ কোর্টে মকদ্দামা আরম্ভ করিয়াছিল। ১৯৪৮ সালে ২৫ শে সেপ্টেম্বর কোর্ট তাহাদের বিপক্ষে রায় ঘোষণা করিলে তাহারা পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করিয়াছিল। কিন্তু কোর্ট ১৯৪৯ সালে ২৮ শে এপ্রিল পূর্বের ন্যায় তাহাদের বিপক্ষে রায় দিয়াছিল। দেওবন্দীগণ ইসলামী আদালত ও কোর্ট কাছারীতেও নিজেদের মুসলমান প্রমাণ করিতে পারেনাই। উহাদের এই কলংক মুছিবার জন্য মাওলানা ইলিয়াস সাহেব দ্বীনের নামে তাবলীগের কাজ চালু করিয়াছিলেন। যেমন তিনি নিজেই বলিয়াছেন —"মাওলানা থানুবী খুব বড় কাজ করিয়াছেন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ইহাই যে, শিক্ষা হইবে তাহার এবং মাধ্যম হইবে আমার তাবলীগ। এই প্রকারে তাহার শিক্ষা ব্যাপক হইয়া যাইবে।" (মালফুজাতে ইলিয়াস পৃঃ ৫৬/৫৭) ইলিয়াস সাহেবের উক্তিতে পরিস্কার হইয়া গেল যে, ইসলামী শিক্ষা প্রচার করিবার উদ্দেশ্য ছিলনা। থানুবী সাহেবের শিক্ষা প্রচার করাইছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে তাহা থানুবী সাহেবের নামে নয় বরং তাবলীগের আড়ালে। কারণ, থানুবী সাহেব মুসলীম সমাজে কলংক হইয়া গিয়াছেন। ইলিয়াস সাহেব আরো বলিয়াছেন, —'আমার উদ্দেশ্য কেহ জানেনা। মানুষ ধারনা করিয়া থাকে যে, তাবলীগ জামাত নামাজের আন্দোলন। আমি কসম করিয়া বলিতেছি যে, ইহা

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাজের আলোড়ন নয়। নতুন দল সৃষ্টি করা। (দ্বীনি দাওয়াত) এই মূহুর্তে কিতাবটি কাছে না থাকিবার কারণে পৃষ্ঠা উল্লেখ করা সম্ভব হইল না। এইবার পাঠক বৃন্দ চিন্তা করিয়া দেখিবেন যে, ইলিয়াস সাহেবের উদ্দেশ্য কি ছিল! —কোর্ট কাছারী হইতে দেওবন্দীরা যখন কাফের প্রমানিত হইল। তখন মাওলানা ইলিয়াস সাহেব নিজেদের কুফরীকে ঢাকিবার উদ্দেশ্যে তাবলীগ জামায়াত আরম্ভ করিয়া ছিলেন" বলিয়া আমার পত্রিকা ও বিজ্ঞাপনে যাহা লিখিয়াছি। তাহা আমার অসাবধানতা বশতঃ ভুল হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য আন্তরিক দুঃখিত।

শামসুর রহমান সাহেব জানিয়া রাখিবেন! 'ইমাম আহমাদ রেজা ২য় ও ৩য় সংখ্যা পাঠ করিবার পর কাহারো হাতে আপনার পুস্তিকা পড়িলে তাহা নর্দমাতে ফেলিয়া দিবে। কারণ, আপনি নির্লজ্জভাবে বাক্ থাপ্পড় খাইবার জন্য এমন অনেক বিষয় উৎথাপণ করিয়াছেন। যে বিষয় গুলি সম্পর্কে ঐ পত্রিকাগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। যথা ইমাম আহমাদ রেজার নামের পর 'রাদি আল্লাহু আনহু' লেখা হইয়াছে। ইহাকে আপনি সাহাবাদিগের দলে সামিল করার চেষ্টা বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। ওহে লজ্জাহীন নাদান জানিয়া রাখিবেন! 'রাদি আল্লাহু আনহু' সাহাবাদিগের জন্য নির্দিষ্ট নহে। আমি যে কিতাবগুলির উদ্ধৃতি দিয়াছি যদি সেগুলি দেখিবার সৌভাগ্য না হয়। তাহা হইলে ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসাতে আসিয়া দেখিয়া যান। আর যদি আসিতে লজ্জাবোধ হয় তাহা হইলে কোন তালিবুল ইল্মের নিকটে সিশকাতের প্রথম পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিয়া নিন। সেখানে 'মাসাবীহ' এর লেখকের নামের পর 'রাদি আল্লাহু আনহু' লেখা হইয়াছে। অনুরুপ আপনি কবরে ফুল ইত্যাদি দেওয়া কে ব্যাঙ্গ করিয়াছেন।

কারণ, ফাতাওয়ায় আলামগিরী, শামী ইত্যাদি কিতাব দেখিবার সৌভাগ্য আপনার হয় নাই। কমপক্ষে আব্দুল হাই লাখনুবী সাহেবের 'মাজমুয়ায় ফাতাওয়া' খানা যদি দেখিবার সৌভাগ্য হইত। তাহা হইলে ব্যাঙ্গ করিতেন না। চোখের চশমা খুলিয়া উক্ত কিতাবে ২৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন, কবরে ফুল দেওয়া মুস্তাহাব বলিয়াছেন। আরো বলিতেছি, যে আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের জন্য আপনারা মাতম করিতেছেন। তিনিও 'ইসলাহুর রুসুম' এর মধ্যে ফুল দেওয়ার কথা বলিয়াছেন। আল্লার রহমতে স্বল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু লেখা হইল। তাহা যথেষ্ট মনে করিয়া সমাপ্ত করিবার পূর্বে শেষ কথা সরুপ বলিতেছি যে, "ফেরেশ্তাগণ আল্লাহর আদেশে হজরত আদম (আঃ) কে সরন্দীপে, বিবি হাওয়া (আঃ) কে খোরাসানে, শয়তান কে দেওবন্দে, ময়ুর কে সিস্তানে ও সাপ কে ইস্পাহানে নিক্ষেপ করলেন"। (দোযখের আযাব ও বেহেশ্তের শান্তি পৃঃ ৯৫) যেহেতু শয়তান সর্ব প্রথম দেওবন্দে অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেহেতু দেওবন্দ একটি ঐতিহাসিক স্থান বটে। বর্তমানে সেখানে দাজ্জালের বৃহত্তম ক্যাম্প হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে দেওবন্দ মাদ্রাসা। শামসুর রহমান সাহেব এই ক্যাম্পের ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্র। আপনি শয়তান কে সন্তুষ্ট করিবার মত যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু প্রকাশ্য সমাজে আসিবার মত সৎ সাহসিকতা আপনার মধ্যে নাই। যদি আপনি প্রকৃত সত্যবাদী হন তাহা হইলে আপনার চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী অবিলম্বে ইসলামপুরে আসুন। যদি আপনার একার পক্ষে আসা সম্ভব না হয়। তাহা হইলে আয়নুদ্দীন গোবিন্দপুরী সাহেব কে সঙ্গে নিয়ে আসুন। কারণ, তিনিও আপনার মত ভুয়া চ্যালেঞ্জ দিয়া হাঁপাইতেছেন। যদি আপনারা অবিলম্বে ইসলামপুরে আসিয়া নিজেদের সত্যতা

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রমাণ করিতে না পারেন। তাহা হইলে মুখে পরদা লাগাইয়া ইসলামপুরে আসিবেন। অন্যথায় আপনাদের মত নির্লজ্জদের দেখিয়া লজ্জাহীনা নর্তকী পর্যন্ত লজ্জায় নতশির হইয়া যাইবে।

● সমাপ্ত ●

॥ মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী ॥

২ / ১১ / ৯২

pdf By Syed Mostafa Sakib

—শেষ কথা—

যেমন ঈমানের পর আমলের প্রয়োজন হয়। তেমন জানিবার পর মানিবার প্রয়োজন হয়। দেওবন্দী আলেমদের কিতাব হইতে উহাদের ভ্রান্ত আক্বীদাহ সমূহ দিবালোকের ন্যায় জানা গিয়াছে। এখন উহাদের সহিত সর্ব প্রকার ইসলামী সম্পর্ক ছিন্ন করা প্রত্যেক মো'মেনের জন্য ঈমানী কর্তব্য। উলামায়ে আহলে সুন্নাত হাদীসের আলোকে ফতওয়া প্রদান করিয়াছেন যে, ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদী গোমরাহ ফিরকার পশ্চাতে নামাজ পড়া হারাম। ভুল বশতঃ পড়িয়া ফেলিলে পুনঃরায় আদায় করা জরুরী। অন্যথায় ফরজ ত্যাগের গোনাহ হইবে। অনুরুপ ওহাবী দেওবন্দীদের মাদ্রাসায় অথবা জামায়াতে ইসলামের কোন তহবিলে সাহায্য করা হারাম। যাকাত, উশুর, ফিতরা ও কুরবানীর পয়সা উহাদের দান করিলে যাকাত ও ফিতরা ইত্যাদি আদায় হইবে না আল্লাহ তাআলা এই গুরুত্বপুর্ণ ফতওয়ার প্রতি আমল করিবার সামর্থ দান করেন।

॥ মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী ॥

শিক্ষক ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসা

পোঃ – ছয়ঘরী, মুর্শিদাবাদ

পিন – ৭৪২১০১

পথ নির্দেশ – বহরমপুর হইতে করিমপুর, গোপালপুর, সাগরপাড়া ইত্যাদি লাইনের বাস যোগে ছয়ঘরী হাট নামিয়া ২ মিঃ পথ।

বিশেষ ঘোষনা

মুর্শিদাবাদ, ডোমকল থানার অন্তর্গত টিকটিকীপাড়া নিবাসী মুন্‌শী জান মোহাম্মাদ সাহেব আমার নাম দিয়া **'বাহাসের চূড়ান্ত ফলাফল'** নামক একখানা বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞাপনের সহিত আমার কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। আমি তাহার এই চক্রান্ত মূলক আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি।

মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

১৬ / ৯ / ৯২

পথনির্দেশ :—কলিকাতা শিয়ালদহ হইতে ডায়মণ্ডহারবার লাইনের ট্রেন যোগে সংগ্রামপুর ষ্টেশনে নামিয়া উত্তরে ১৫ মিনিটের পথ।

বিঃ দ্রঃ

রমজান মাস ছাড়া অন্য মাসে মুফতী সাহেবের সহিত পত্র মারফত যোগাযোগ করিতে হইলে মাদ্রাসার ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। ডবল খাম না পাঠাইলে কোন ফতওয়ার উত্তর দেওয়া হয় না। তিনটির বেশি প্রশ্ন রাখিবেন না। উত্তর লিখিতে কোন সময় এক মাসের বেশী সময় লাগীতে পারে। কোন পুস্তক নিতে হইলে অগ্রিম টাকা পাঠাইতে হইবে। পিন নং— লিখিতে ভুলিবেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শুদ্ধিপত্র দেওয়া সম্ভব হইল না। সামান্য কিছু ভুল থাকিয়া যাওয়ায় ক্ষমা প্রার্থী।

১৮৬—৯২

আল মিসবাহুল জাদীদ

এর

– বঙ্গানুবাদ –

অনুবাদক :– মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

গ্রাম—খাঁপুর (বেরেলী মহল্লা)

পোঃ-কালিকাপোতা, দক্ষিন ২৪ পরগনা

৭৪৩৩৫৫

প্রকাশক :—সিত্তাবুদ্দিন রেজবী

গোড়াবাশা, [] মুর্শিদাবাদ

মূল্য—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

ফ্রেণ্ডস প্রেস, ইসলামপুর